রাঁচি, সোমবার
15:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

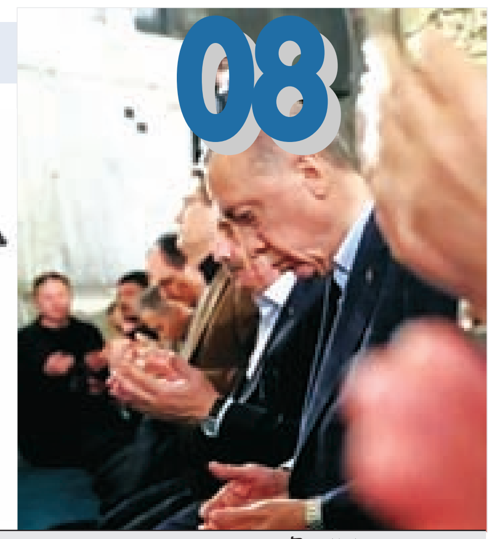

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>212 >>31 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২১২ >> << ৩১শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ বৃহস্পতিবার, কিন্তু নাম জানাল না কংগ্রেস

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন আগামী বৃহস্পতিবার। কিন্তু কে হবেন রাজ্যের কান্ডারি, সেই রহস্য আজ রোববারও দূর হলো না।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করতে নির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের বৈঠক শুরু হয় আজ সন্ধ্যা ছয়টায়। বিধায়কদের মন বুঝতে বেঙ্গালুরুর সাংগ্রিলা হোটেলে ওই বৈঠক ডাকা হয়। এআইসিসি সেই দায়িত্ব দিয়েছে মহারাষ্ট্রের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক সুশীল কুমার শিন্ডে, রাজস্থানের নেতা জিতেন্দ্র সিং আলওয়ার ও একসময় মধ্যপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা দীপক বাবারিয়াকে। দলীয় সূত্রের খবর, এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। বিধায়কেরা সেই দায়িত্ব কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। সভায় এমন একটি প্রস্তাব নেওয়া হতে পারে।

আজ সন্ধ্যায় বৈঠকের আগেই কংগ্রেস সূত্রে সংবাদমাধ্যমে বৃহস্পতিবার নতুন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পড়ে। সেই অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে সোনিয়া, রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী উপস্থিত থাকবেন।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হবে 'সমভাবাপন্ন' সব দলের নেতাদের। বিজেপিবিরোধী জোট গড়ে তুলতে কংগ্রেস যে সচেষ্ট ও তৎপর, সমভাবাপন্ন দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে সেই বার্তা দেওয়া হবে। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দু তিন দিনের মধ্যেই সবকিছু চূড়ান্ত করা হবে।

২২৪ সদস্যের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস জিতেছে ১৩৫ আসন। বিজেপি পেয়েছে ৬৬ ও জেডিএস ১৯টি। চারজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর অন্যতম ললিতা মল্লিকার্জুন আজ কংগ্রেসকে শর্তহীন সমর্থনের কথা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় দল সর্বোদয় কর্ণাটক পার্টি একটি আসনে জয়ী হয়েছে। এই দলের প্রার্থী ছিলেন কংগ্রেসসমর্থিত।

মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিদার দুজন। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার।

৭৬ বছরের সিদ্দারামাইয়া ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অনগ্রসর কুড়ুবা সম্প্রদায়ের এই জনপ্রিয় নেতার প্রতি দলিত, তফসিল জাতি, উপজাতি ও মুসলমানদের সমর্থন কংগ্রেসের প্রধান শক্তি। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে গৃহীত তাঁর বিভিন্ন প্রকল্প জনপ্রিয় হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, প্রশাসনিক দিক থেকে দক্ষ সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ ওঠেনি।

(শেষ পৃষ্ঠা ০২এ)

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে জঙ্গিদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ, ৬ সেনা সদস্য নিহত

বেলুচিস্তান ঃ পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে সন্ত্রাসীদেরসঙ্গে রাতভর বন্দুকযুদ্ধে ছয় সৈন্য ও একজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো ছয়জন। শনিবার পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুলো এ কথা বলেছে। সেনাবাহিনীর মিডিয়া উইং ইন্টারসার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স জানিয়েছে,ক্লিয়ারেন্স অপারেশনের সময় এক বেসামরিক নাগরিকসহ দেশের সাত বীর সন্তান শহীদ হয়েছেন। এক নারীসহ আরো ছয় জন আহত হয়েছেন বলেও তারা জানায়। আইএসপিআর জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তরে, একটি প্রধান আধাসামরিক বাহিনীর ঘাঁটিতে অস্ত্রসজ্জিত জঙ্গিরা হামলা চালালে, এই সহিংস ঘটনা ঘটে।

আইএসপিআর আরো বলেছে, শনিবার সকাল পর্যন্ত সংঘর্ষ এবং ক্লিয়ারেন্স অপারেশনঅব্যাহত ছিলো। এতে, হামলায় জড়িত ছয় সন্ত্রাসী নিহত হয়। হামলাকারীরা একটি আবাসিক ব্লকে নারী ও শিশুসহ কয়েকটি পরিবারকে জিম্মি করে রাখে। পরে, নিরাপত্তা বাহিনী তাদের উদ্ধার করে। সম্প্রতি আবির্ভূত তথাকথিত তেহরিক ই জিহাদ পাকিস্তান জঙ্গি গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। বেলুচিস্তান হলো আফগানিস্তান ও ইরান সীমান্তবর্তী প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ পাকিস্তানের দরিদ্র প্রদেশ। এই প্রদেশে নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা বাহিনী ও তাদের স্থাপনাগুলো হামলার শিকার হচ্ছে। বেশিরভাগ হামলার দায় স্বীকার করে জাতিগত বালুচ বিদ্রোহী নিষিদ্ধ পাকিস্তানি তালিবানের সাথে যুক্ত জঙ্গি গোষ্ঠী এবং ইসলামিক স্টেট এর সাথে যুক্ত গোষ্ঠীগুলো। কর্মকর্তারা বলছেন, চলতি বছরের শুরু থেকে সহিংসতায় কয়েকশ মানুষ নিহত হয়েছে। এদের অধিকাংশই সৈন্য এবং পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর সদস্য।

তীব্র লড়াইয়ের মধ্যেই আবার শুরু হচ্ছে সুদান আলোচনা

খার্তুমঃ বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় সমঝোতা সত্ত্বেও, খার্তুমের চারপাশে রাতভর বিমান হামলা ও তীব্র লড়াই চলছে। এই প্রেক্ষাপটে সুদানের যুদ্ধরত সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স, রবিবার আবার আলোচনা শুরু করবে বলে জানিয়েছেন সৌদি আরবের এক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক। একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির লক্ষ্যে, আলোচনার আয়োজন করে সৌদি আরব। এই কূটনীতিক জানান, শুক্রবার অনুষ্ঠেয় আরব লীগএর জেদ্দা শীর্ষ সম্মেলনে সুদানের সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সৌদি আরব। এক মাস আগে হঠাৎ শুরু হওয়া এই সংঘাতে শত শত মানুষ মারা গেছে। আর, দুই লাখের বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছে প্রতিবেশী দেশগুলোতে। দেশটির ভেতরে বাস্তুচ্যুত হয়েছে আরো সাত লাখ মানুষ। এ ছাড়া, বাইরের শক্তিগুলোর আগ্রহ বাড়ার কারণে এই অঞ্চল অস্থিতিশীলতার ঝুঁকিতে রয়েছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্য দুই কূটনীতিক জানিয়েছেন, জেদ্দা শীর্ষ সম্মেলনে বুরহানকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও, নিরাপত্তার কারণে তিনি সুদান ত্যাগ করবেন না বলে ধারণা করা হচ্ছে। সৌদি কূটনীতিক বলেন, বুরহানকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণ হলো, তিনি সুদানের সার্বভৌম কাউন্সিলের প্রধান।সংঘাত শুরু হওয়ার আগে, বেসামরিক শাসনে পরিকল্পিত রূপান্তরের তদারকি করার কথা ছিলো এই কাউন্সিলের।

বাজার দর
SENSEX : 62027.90 +123.38
NIFTY : 18314.80 +17.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
40.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.22 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.07 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

চার শিশুসহ ১৯ গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে মিয়ানমারের সৈন্যরা

ইয়াঙ্গুন ঃ মিয়ানমারের সামরিক সরকারের সৈন্যরা দেশটির মধ্যাঞ্চলের একটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে চার শিশুসহ ১৯ গ্রামবাসীকে হত্যার পর, তাদের মরদেহ পুড়িয়ে দিয়েছে। স্বাধীণ সংবাদ মাধ্যম এবং স্থানীয় বাসিন্দারা এ কথা জানিয়েছে। বাগো অঞ্চলের হাততাবিন বসতির নিয়াং পিন থার গ্রামে বুধবার এই হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়।সেনা শাসন বিরোধী প্রতিরোধ বাহিনীর হামলার প্রতিশোধ হিসেবে এই হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে গঠিত পিপলস ডিফেন্স ফোর্সএর এক সদস্যের বরাত দিয়ে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত সংবাদ সংস্থা রেডিও ফ্রি এশিয়া, জানিয়েছে, তার দল এবং তাদের জোট সদস্য কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সাথে সেনাবাহিনীর লড়াইয়ের পর, একই দিন এ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি হলো এই এলাকায় সক্রীয় একটি জাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক বিদ্রোহী দল। পিপলস ডিফেন্স ফোর্সএর এই সদস্য আরো জানান, প্রতিরোধ বাহিনী ২০ সেনা সদস্যকে হত্যা করেছে আর তিন অফিসারকে আটক করেছে। নিয়াং পিন থার গ্রামের এক কৃষক অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, প্রায় ১০ জন সৈন্যের অভিযানে তিনি তার স্ত্রী, সাত বছরের মেয়ে এবং আরো নয় আত্মীয়কে হারিয়েছেন। ১৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তার অনুমান, পেট্রোল ও ডিজেল ঢেলে মরদেহ পুড়িয়ে ফেলার আগে সবার মাথায় গুলি করা হয়েছিলো। এই জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা হয় গ্রামের একটি দোকান থেকে। সৈন্যরা কিছু বিয়ার ও অ্যালকোহলিক পানীয়ও নেয় এই দোকান থেকে, পরে তারা তা পান করে। নিহতদের দেহাবশেষের ছবি ও ভিডিওচিত্রসহ হত্যাকাণ্ডের খবর শুক্রবার মিয়ানমারের স্বাধীন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।একই দিনে,একটি মানবাধিকার পর্যবেক্ষক দল প্রতিবেদনে প্রকাশ করে অভিযোগ করে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত দল ও জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে, ইচ্ছাকৃতভাবে শিরশ্ছেদসহ বিভিন্ন নৃশংসতা চালাচ্ছে।জনগণ ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর বর্বরতায় হতাশা বোধ করছে। মানবাধিকার সংগঠন মিয়ানমার উইটনেস, মধ্যাঞ্চলীয় সাগাইংএ নৃশংসতার জন্য ওগ্রে কলাম নামে পরিচিত একটি সেনা ইউনিটকে চিহ্নিত করেছে। এই অঞ্চল মিয়ানমারের ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বলে বিবেচিত। সাগাইং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা দলগুলোর শক্ত ঘাঁটি। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয় সামরিক বাহিনী।এর পর ব্যাপক অহিংস বিক্ষোভ শুরু হলে,ব্যাপক বল প্রয়োগের মাধ্যমে তা দমন করা হয়।

কর্ণাটকের সাবেক শিক্ষামন্ত্রীকে অন্তরালে পাঠাল হিজাব

নয়া দিল্লি (সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়) ঃ হিজাবই অন্তরালে পাঠিয়ে দিল বি সি নাগেশকে। রাজনৈতিক জীবনের বড় এক শিক্ষা পেলেন ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের সাবেক এই শিক্ষামন্ত্রী।

এটুকু পড়ে মনে হতে পারে, কে নাগেশ আর কেনইবা হিজাবের অবতারণা। কর্ণাটকে বহুচর্চিত এই মানুষটিই সরকারি স্কুলের মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরে ক্লাস না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেড় থেকে পৌনে দুই বছর আগের সেই ফরমানে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য। রেশ ছড়িয়েছিল দেশের অন্যত্রও। অনুরোধউপরোধে কাজ না হওয়ায় দাবিআন্দোলনের পথে নেমেছিল সমাজের একাংশ। তাতেও নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকায় আইনআদালতের পথে যাওয়া শুরু হয়। সুপ্রিম কোর্ট এখনো সেই মামলার রায় শোনাননি। তবে রায় দিয়েছে কর্ণাটকের জনতা। টুমকুর জেলার টিপটুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থীর কাছে সাড়ে ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে হেরেছেন নাগেশ।

নাগেশ একা নন, কর্ণাটকে জনতার রায়ে বাসবরাজ বোম্মাই মন্ত্রিসভার ২৫ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১২ জনই এবার হেরেছেন। জনতার রায়ে খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে সব। এমনকি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তিও। আগামী বছর লোকসভা ভোটে কী হবে, সেটা পরের কথা রাজ্যের স্বার্থে এবার মোদির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল রাজ্যের মানুষ। গত ৩৪ বছরে কোনো দল এত আসন জিতে কর্ণাটকে সরকার গড়তে পারেনি। জনতার রায় ও রোষের তীব্রতা কতখানি, এটা তারই প্রমাণ।

কংগ্রেসের এই জয় কিংবা অন্যদিক থেকে বিজেপির এভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার কারণ অনেক। দুই দলের কাছেই কর্ণাটকের জনতা অনেকগুলো বার্তা দিয়ে রাখল। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে এখন থেকেই ভাবতে হবে, তাদের রাজনীতির মাত্রাতিরিক্ত অতিকেন্দ্রিকতা কোথায় কাজে দেবে, কোথায় অকার্যকর।

ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে কংগ্রেসে 'হাইকমান্ড কালচার' শুরু হয়েছিল। সেই থেকে করগোনা কয়েকজনের সিদ্ধান্তই হয়ে ওঠে প্রথম ও শেষ কথা। কংগ্রেসের সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি আজকের মোদিশাহ নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে গ্রাস করেছে। সেই অর্থে বিজেপির 'কংগ্রেসায়ন' ঘটে গেছে দ্রুত। এই অতিকেন্দ্রিকতার মাশুল কর্ণাটকে বিজেপিকে গুনতে হলো।

বিশ্বাস বিষ্ণুকে সমর্পিত এই ব্রত পালন করলে বৈকুণ্ঠ লাভ করা যায়

অপরা একাদশী তিথি পালনে হয় পাপ থেকে মুক্তি

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ একাদশীর তিথি শ্রী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী তিথি অপরা একাদশী নামে পরিচিত। আজ ইংঃ১৫ মে ২০২৩ খৃঃ সোমবার অপরা একাদশী পালিত হবে। অপরা শব্দের অর্থ অপার বা অসীম। এই একাদশী তিথি অচলা একাদশী নামেও পরিচিত। ধর্মীয় দৃষ্টিতে এই একাদশী ব্রত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। বিষ্ণুকে সমর্পিত এই ব্রত পালন করলে বৈকুণ্ঠ লাভ করা যায়। এই তিথিতে বিষ্ণুর পাশাপাশি লক্ষ্মীর পুজো করলে তাঁরা তুষ্ট হন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী অপরা একাদশী ব্রত পালন করলে সমস্ত কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা যায়,মনস্কামনা পূরণ হয়,সকল দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি মেলে, জীবনে সুখসমৃদ্ধি আসে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হয়।পাশাপাশি সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। এই একাদশী তিথির শুভক্ষণ,পূজা বিধি,তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য জেনে নিন এখানে।

অপরা একাদশীর তিথি ও শুভ সময় - পঞ্জিকা অনুসারে, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথি শুরু হচ্ছে ১৫ মে রাত ২টো ৪৬ মিনিটে। একাদশী শেষ পরদিন অর্থাৎ ১৬ মে মধ্যরাত ১টা ০৩ মিনিটে। উদয় তিথি অনুসারে ১৫ মে, সোমবার অপরা একাদশী ব্রত পালন করা হবে।এই তিথিতে বিষ্ণু পুজোর শুভক্ষণ হল সকাল ৮টা ৫৪ মিনিট থেকে সকাল ১০টা ৩৬ মিনিট পর্যন্ত। অপরা একাদশী ব্রত পারণের সময় হল ১৬ মে সকাল ৬টা ৪১ মিনিট থেকে সকাল ৮টা ১৩ মিনিট পর্যন্ত।

পূজা বিধি - এই দিনে শ্রী বিষ্ণুর সঙ্গে মা লক্ষ্মীরও পূজা করা হয়। একাদশীর দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করুন। বিষ্ণু এবং মা লক্ষ্মীকে স্মরণ করে উপবাসের সংকল্প করুন। পুজোর জন্য বাড়ির মন্দির পরিষ্কার করুন এবং সঠিক বিধি মেনে পুজো করুন।পুজোর সময় শ্রী বিষ্ণুকে মরশুমি ফল, মিষ্টি, পঞ্চামৃত, হলুদ ফুল, হলুদ চন্দন, হলুদ বস্ত্র নিবেদন করুন। এ দিন 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ এবং বিষ্ণু সহস্ত্রনাম পাঠ করা বিশেষভাবে ফলদায়ক বলে মনে করা হয়। একাদশী ব্রতকথা পাঠ করুন বা শুনুন। শ্রী হরিকে নিবেদন করা ভোগে তুলসী অবশ্যই রাখুন।

একাদশী পালনের উপায়ঃ ১. অপরা একাদশী তিথিতে বিষ্ণুকে তুলসী পাতা নিবেদন করুন। সন্ধ্যাবেলা তুলসী গাছে প্রদীপ জ্বালান। এ দিন ভুলেও তুলসী পাতা তুলবেন না। এমনকি তুলসী গাছে জল দেবেন না। মনে করা হয় একাদশী তিথিতে তুলসী নির্জলা ব্রত পালন করেন। এর ফলে লক্ষ্মী প্রসন্ন হন এবং অর্থ ভাণ্ডার ভরে দেন।

২. ধর্ম শাস্ত্র অনুযায়ী অশ্বত্থ গাছে দেবতাদের বাস। তাই একাদশী তিথিতে অশ্বত্থ গাছের তলায় ঘিয়ের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে বিষ্ণু সহস্ত্র নাম পাঠ করুন। এই উপায়ে পিতৃপুরুষ প্রসন্ন হন এবং গম্ভীর রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৩. অপরা একাদশী তিথিতে বিষ্ণুকে দুটি গোটা হলুদ নিবেদন করে ওম কেশবায় নমঃ মন্ত্র জপ করুন। অন্তত পক্ষে ১০৮ বার এই মন্ত্র জপ করবেন। এর প্রভাবে চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতি সম্ভব হবে।

৪.একাদশী একটি চান্দ্র তিথি। চাঁদের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথি, হিন্দু ধর্মমতানুসারে পুণ্যতিথি হিসেবে বিবেচিত। হিন্দুধর্মমতে নিরম্বু উপবাস বিহিত। একাদশী ব্রত অবশ্য পালনীয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার লীলাবিলাসের প্রথম থেকেই একাদশী উপবাসের প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। এসময় সাধারণত ফলমূল ও বিভিন্ন সবজি এবং দুধ খাওয়া যায়, তবে একাদশীতে পঞ্চ রবিশস্য বর্জন করা বাঞ্ছনীয়।শ্রীল জীব গোস্বামী তার ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে স্কন্ধ পুরাণের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যে মানুষ একাদশীর দিন শস্যদানা গ্রহণ করে সে তার পিতা, মাতা, ভাই এবং গুরু হত্যাকারী, সে যদি বৈকুণ্ঠ লোকেও উন্নীত হয়, তবুও তার অধঃপতন হয়।

একাদশীর সংকল্প মন্ত্রঃ -একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা অহম অপরেহহানি, ভোক্ষ্যামি পুন্ডরিকাক্ষ শরণম মে ভবাচ্যুত (হরিভক্তিবিলাস, ত্রয়োদশবিলাস)

একাদশীর পারণ মন্ত্রঃ -অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব, প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব (বৃ.না.পু ২১২০)

অথবা একাদশ্যাং নিরাহারো ব্রতেনানেন কেশব, প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব

অপরা একাদশীর তাৎপর্য ঃঅপরা একাদশীতে উপবাস করে বিষ্ণু পূজা করলে সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। এই একাদশীর ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণ করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অপরা একাদশীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। শাস্ত্র অনুসারে, অপরা একাদশী ব্রতের পুণ্য ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও প্রাপ্ত হয়। এই ব্রত সম্পর্কে স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, সমস্ত গুরুতর পাপ এই ব্রত পালনে নষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তি অপরা একাদশী পালন করেন, সে অগাধ ধনসম্পদ এবং খ্যাতি লাভ করে। আবার বিষ্ণু পুরাণ অনুযায়ী একাদশী ব্রত পালন করলে ব্রহ্ম হত্যা, প্রেত যোনি, মিথ্যাচার, নিন্দার মতো পাপ ক্ষয় হয়। পাশাপাশি অপরা একাদশী ব্রত পালন করলে অসত্য ভাষণ,

মিথ্যা বেদ পাঠ ও শিক্ষা দেওয়া, মিথ্যা শাস্ত্র নির্মাণ, জ্যোতিষ ভ্রম ইত্যাদি ভয়ঙ্কর পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শাস্ত্র মতে অপরা একাদশী ব্রত পালন করলে অক্ষয় পুণ্য লাভ করা যায়। এ ছাড়াও নানান ধরনের রোগ, দোষ ও আর্থিক সমস্যা থেকে ব্যক্তি মুক্ত হতে পারে। অপরা একাদশী ব্রতকথামূহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন হে কৃষ্ণ! জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কী এবং তার মাহাত্ম্যই বা কী, আমি শোনার ইচ্ছা পোষণ করছি। আপনি অনুগ্রহ করে তা বর্ণনা করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে মহারাজ! মানুষের মঙ্গলের জন্য আপনি খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। বহু পুণ্য প্রদানকারী ব্যক্তি জগতে প্রসিদ্ধ লাভ করে। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, ভ্রূণহত্যা, পরনিন্দা, পরস্ত্রীগমন, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি গুরুতর পাপ এই ব্রত পালনে নষ্ট হয়ে যায়। যারা মিথ্যাসাক্ষ্যদান করে, ওজন বিষয়ে ছলনা করে, শাস্ত্রের মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রদান করে, জ্যোতিষের মিথ্যা গণনা ও মিথ্যা চিকিৎসায় রত থাকে, তারা সকলেই নরক যাতনা ভোগ করে। এ সমস্ত ব্যক্তিরাও যদি এই ব্রত পালন করে, তবে তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়, তবে সে ঘোরতর নরকগামী হয়। কিন্তু সেও এই ব্রত পালনে মুক্ত হয়ে স্বর্গগতি লাভ করে। মকর রাশিতে সূর্য অবস্থানকালে মাঘ মাসে প্রয়াগ স্নানে যে ফল লাভ হয় শিবরাত্রিতে কাশীধামে উপবাস করলে যে পুণ্য হয় গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানে যে ফল পাওয়া যায় সিংহ রাশিতে বৃহস্পতির অবস্থানে গৌতমী নদীতে স্নানে, কুম্ভে কেদারনাথ দর্শনে, বদরিকাশ্রম যাত্রায় ও বদ্রীনারায়ণ সেবায় সূর্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নানে, হাতিঘোড়া, স্বর্ণ দানে এবং দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সম্পাদনে যে ফল লাভ হয়ে থাকে, এই অপরা ব্রত পাপরূপ বৃক্ষের কুঠার স্বরূপ, পাপরূপ কাষ্ঠের দাবাগ্নির মতো, পাপরূপ অন্ধকারের সূর্যসদৃশ এবং পাপহস্তির সিংহস্বরূপ। এই ব্রত পালন করে যে ব্যক্তি জীবন ধারণ করে জলে বুদবুদের মতো তাঁদের জন্মমৃত্যুই কেবল সার হয়। অপরা একাদশীতে উপবাস করে বিষ্ণুপূজা করলে সর্বপাপমুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। এই ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণ করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইতি অপরা একাদশী ব্রত কথা সমাপ্ত।

(এই লেখনী'টি সাধারণ তথ্যের ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেলেখা এবং সমস্ত তথ্য ধর্মীয় আস্থা ও লৌকিক মান্যতার উপর আধারিত।)

বঙ্গ তনয়া নীলাঞ্জনার সাফল্যে আনন্দিত কোডারমার বঙ্গসমাজ

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। পিভিএসএস ডিএভি স্কুল কোডারমা ছাত্রী, শিক্ষক উজ্জ্বল ঘোষ ও চৈতালি ঘোষের কন্যা নীলাঞ্জনা ঘোষ সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় ৯৫.৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে।

নীলাঞ্জনার মা এবং বাবা দুজনেই পেশায় শিক্ষক। বাবা ডিএভি স্কুলের শিক্ষক এবং মা প্রিজলী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। মেয়ের এই সফলতার পেছনে তাদের অবদান কতটা জানাতে গিয়ে বলেন যেহেতু তাঁরা দুজনেই ব্যস্ত, তাই খুব একটা সময় মেয়েকে দিতে পারতেন না। কিন্তু মেয়ে পড়াশোনার প্রতি তার আগ্রহ এবং নিজ প্রচেষ্টায় এই সাফল্য অর্জন করেছে। কন্যা নিলাঞ্জনা ও নিজের সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে ভগবান, পিতা মাতা, স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের আশীর্বাদকেই এর কারণ বলে মনে করে। সে আরও বলে যে খুব একটা মেধাবী ছাত্রী না হয়েও পরিশ্রমের ফলে এই ফল লাভ হয়েছে। ভবিষ্যতে জেইই পরীক্ষা দেবার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে।

এই সাফল্য কোডারমার কাছেও অত্যন্ত গর্বের বলে মনে করেন স্থানীয় বঙ্গ সমাজ। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কেন্দ্রীয় পত্রিকার সম্পাদক বিপুল গুপ্ত, আঞ্চলিক সমিতির প্রশাসনিক সচিব সন্দীপ মুখার্জী, কোডারমা শাখা কর্মাধ্যক্ষ কল্যাণ মজুমদার নীলাঞ্জনার সফলতাকে কুর্নিশ জানিয়ে অভিনন্দনের বার্তা দেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও ঝাড়খন্ড বেঙ্গলি এসোসিয়েশন কোডারমা শাখার সভাপতি ডঃ অমিয় বিশ্বাস, শাখা সম্পাদক উত্তম চ্যাটার্জী, অলক সরকার, বিমল চ্যাটার্জী, সাংসদ প্রতিনিধি অনুপ সরকার প্রবীণ সদস্য অশোক দাশগুপ্ত, প্রণব চ্যাটার্জী, দাশরথি ব্যানার্জি, রবীন্দ্রচন্দ্র দাস, সুধন্য ঘোষ,তারকনাথ দত্ত, সুনীল দেবনাথ, কমল দত্ত, চন্দ্রানী সরকার, উর্মিলা দাস, কস্তুরী চ্যাটার্জী,ইন্দ্রানী মুখার্জী, চৈতালী চ্যাটার্জী, মৌসুমী মল্লিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন আজকের দিনে নীলাঞ্জনার অভিভাবকদের সাথে আমরাও এই আনন্দ ও গর্বের অংশীদার।

আশা করা যায় নিলাঞ্জনা ভবিষ্যতেও সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখবে।

জাতীয় সড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গাড়ি চালকের

আলিপুরদুয়ার। কালচিনি ব্লকের হাসিমারা এলাকায় জাতীয় সড়কে সোমবার সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গাড়ি চালকের। স্থানীয় সূত্রে খবর, 'এদিন গৌহাটি একটি পাইপ বোঝাই গাড়ি হাসিমারা এলাকার জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এ ঘটনায় চালক ও গাড়িতে থাকা আরও একজন মারাত্মকভাবে জখম হয়। এরপর আহতদের উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা চালককে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত চালক উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এরপর কালচিনি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠিয়েছে।

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নিলেন মহম্মদ সেলিম

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন সহ নব জোয়ার কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে একের পর এক প্রশ্ন তুলে ধরলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তবে শুধু রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস নয় কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকেও একহাত নেন সেলিম।সোমবার শিলিগুড়িতে অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে মোদি, শাহ এবং মমতার প্রতি আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, 'সব এক গোয়ালের গরু।' পাশাপাশি তৃণমূলের নব জোয়ার কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কটাক্ষের সুর চড়িয়ে বলেন, 'মোদির নকল করছেন। ছোট মোদি হওয়ার চেষ্টা চলছে।'

নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে দ্যা কেরালা স্টোরি দেখতে ভিড় জমলো শহরের মাল্টিপ্লেক্সে

জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্যে নিষিদ্ধ। তবুও জলপাইগুড়িতে রমরমিয়ে রাতে শো অনুষ্ঠিত হোলো দ্যা কেরালা স্টোরিস। সুদীপ্ত সেনের পরিচালনা করা ছবি মিস করতে চাইলেন না অনেকেই। নাইট শোতে ভিড় জমলো মাল্টিপ্লেক্সে। যদিও এই নিয়ে ক্যামেরার সামনে কোনও উত্তর দিতে চাননি মাল্টিপ্লেক্সে থাকা কর্মীরা।

সোমবার বিকেলেই রাজ্যে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে দ্যা কেরালা স্টোরি নামক মুভির। কিন্তু জলপাইগুড়ির একটি মাল্টি প্লেক্সে সোমবার রাতেও চললো সিনেমাটি। নাইট শো তে ভালোই দর্শক ছিল।

সিনেমা নিষিদ্ধ করা নিয়ে এদিন মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলো মানুষদের মধ্যে। কেউ বল্লো সিনেমা দেখলাম না। ভাল কি মন্দ বুঝলাম না। তার আগেই নিষিদ্ধ হয়ে গেলো! অন্যান্যরা বল্লো সরকার যখন নিষিদ্ধ করছে তখন নিশ্চয়ই কোন কারন রয়েছে। যাই হোক পরে যদি সুযোগ আসে তবে নিশ্চয়ই দেখবো।

এদিন রাতে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন সিনেমা হল বা মাল্টিপ্লেক্স গুলিতে এই সিনেমা চলছে কিনা তা নিয়ে খোঁজ খবর নিতে দেখা গেলো জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার সাদা পোষাকের পুলিশদের।

বন বিভাগের অভিযানে প্রায় ২৬ সিএফটি কাঠ উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি কামার লাইন এলাকায় মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে কাঠ উদ্ধার করল বনদফতরে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা। মঙ্গলবার বনকর্মীরা কালচিনি কামার লাইন এলাকায় অভিযান চালায়। ঐ সময় পাচারকারীরা দুইটি সাইকেলে করে কাঠ পাচার করছিল । বনকর্মীদের দেখে পাচারকারীরা কাঠ ফেলে পালিয়ে যায় । এদিন প্রায় ২৬ সি এফ টি কাঠ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত কাঠ পানা রেঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী পালন করলো গাজোল হাজিনাকু হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ

মালদা ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী পালন করলো গাজোল হাজিনাকু হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার সকালে সংশ্লিষ্ট স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয় । স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত হয়েছিলেন । সেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পাঠের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি চর্চা করা হয়। ওই হাইস্কুলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছবিতে মাল্যদান এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় । দিনভর গাজোল হাজিনাকু হাইস্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে চলে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে পালিত হল রবীন্দ্র জয়ন্তী

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে পালিত হল রবীন্দ্র জয়ন্তী । আলিপুরদুয়ার জেলা তথ্য সংস্কৃতিক দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হলো আলিপুরদুয়ার রবীন্দ্র ভবনের রবীন্দ্র মঞ্চে।মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করেন তারা। জানাযায় এদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আলিপুরদুয়ার জেলা তথ্য সংস্কৃতিক দপ্তরের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা,আলিপুরদুয়ার জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক সিপ্রিয়ানুস বাস্কে,ক্ষখত্বক চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল সহ অন্যান্যরা।

শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পক্ষ থেকে উদযাপিত হলো কবিগুরুর জন্মদিবস

শিলিগুড়ি ঃ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরুর ১৬২ তম জন্ম দিন। এই উপলক্ষে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পক্ষ থেকে উদযাপিত হলো কবিগুরুর জন্মদিবস। শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক এ রবীন্দ্র মঞ্চে কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন মেয়র গৌতম দেব রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ।

(পৃষ্ঠা ১এর শেষ)

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ.....

শিবকুমারের শক্তি তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা। রাজ্যের সব জেলায় সব মহলে সংগঠনকে তিনি জোরদার করে তুলেছেন। সিদ্ধারামাইয়ার মতো প্রথমে জনতা দল ও তারপর জেডিএস হয়ে তিনি কংগ্রেসে আসেননি। শিবকুমার বরাবরের কংগ্রেসি। দলের সংকটে সব সময় পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই ভোক্কালিগা নেতাকে দলে টানার প্রবল চেষ্টা করেছিল বিজেপি। সফল হয়নি। তারপর তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে ইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লির তিহার জেলে রেখেছিল। সোনিয়া গান্ধী সেখানে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। শিবকুমার গান্ধী পরিবারের স্নেহধন্য।

গতকাল শনিবার থেকেই দুই নেতার সমর্থকেরা মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিতে সরব। সিদ্ধারামাইয়া ও শিবকুমার দুজনের বাড়িতেই সমর্থকেরা পোস্টার লাগিয়ে রাজ্যের ভাবি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁদের আগাম অভিনন্দন জানিয়েছেন। দুজনের সমর্থকেরাই মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিতে স্লোগান দিচ্ছেন। স্লোগান চলে বিধায়কদের বৈঠক শুরুর আগেও। সিদ্ধারামাইয়ার ছেলে গতকালই বলেছেন, রাজ্যের স্বার্থে তাঁর বাবাকেই মুখ্যমন্ত্রী করা উচিত।

আগামীকাল সোমবার শিবকুমারের জন্মদিন। সেই উপলক্ষেও আগাম অভিনন্দন জানিয়ে সমর্থকেরা তাঁর নামে পোস্টার সেঁটেছেন। তাতেও তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিবকুমার আজ মন্দিরে গিয়েছিলেন প্রার্থনা জানাতে। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সিদ্ধারামাইয়ার সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই। দুজনে হাতে হাতে মিলিয়ে কাজ করেছেন। তবে তিনি মনে করিয়ে দেন, দলের জন্য অনেক আত্মত্যাগ করেছেন।

এই দুজনের বিবাদের মধ্যে না গিয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ড মল্লিকার্জুন খাড়গেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেবে কি না, সেই জল্পনাও চলছে। যদিও এআইসিসি নেতা কে সি বেনুগোপাল বলেছেন, ওই জল্পনা ভিত্তিহীন। এই জল্পনাও চলছে, দুই নেতাকে খুশি রাখতে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ভাগাভাগি করা হতে পারে। ৭৬ বছরের সিদ্ধারামাইয়া আগেই জানিয়েছেন, তিনি আর ভোটে দাঁড়াবেন না।

রাহুল সেনের অপহরনের চেষ্টার মামলায় বিজেপি নেতার গাড়ি ব্যবহারের অভিযোগ

কোচবিহার ঃ কোচবিহার পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাহুল সেনের অপহরনের চেষ্টার মামলায় বিজেপি নেতা অজয় রায়ের গাড়ি ব্যবহার নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপি নেতা অজয় রায় বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আজ কোচবিহার শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য গত ৬ই মে রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ কোচবিহার গুঞ্জবাড়ী এলাকা থেকে কোচবিহার চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাহুল সেনকে অপহরণের চেষ্টা হয়। রাহুল সেনকে জোর করে গাড়িতে তোলার সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে গিয়ে অপহরণের ছক বানচাল করে। পুলিশ একটি গাড়িসহ তিন জনকে গ্রেফতার করে। অভিযোগ কোচবিহার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাহুল সেনকে অপহরণের জন্য দুটি গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। পুলিশ একটি গাড়ি আটক করলেও ঘটনাস্থল থেকে একটি স্করপিও নিয়ে কয়েকজন পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে গাড়িটি নিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়েছে সেটি বিজেপির দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি অজয় রায়ের গাড়ি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ থেকে শুরু করে তৃণমূলের বিভিন্ন নেতারা এই অপহরণে অজয়ের গাড়ি ব্যবহারের অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে। যদিও পুলিশের কাছে এই ধরনের কোন গাড়ি ব্যবহারের কোন তথ্যই নেই।তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যখন এই অপহরণের চেষ্টার মামলায় অজয় রায়ের নাম জন্মানো হচ্ছে সেই সময় বিজেপি নেতা অজয় রায়ের দাবি সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তার নাম জড়ানো হচ্ছে। পুলিশ যখন তদন্ত করে কিছু পারছে না তখন তৃণমূল কংগ্রেস দায়িত্ব নিয়ে তদন্ত করছে। তারা প্রমাণ করুক সেই ঘটনার সঙ্গে তার নিজের বা তার গাড়ির কোন সম্বন্ধ রয়েছে।

পাচারের আগেই ১৫৪ বোতল ফেন্সিড্রিলসহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি

জলপাইগুড়ি ঃ পাচারের আগেই ১৫৪ বোতল ফেনসিডিল সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আব্দুল করিম। ভারতবাংলাদেশ সীমান্তের সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চলের নাকুগছের বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে একটি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া মোটর বাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জটিয়াকালি থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল সংগ্রহ করেছিল ওই যুবক। এরপর নারায়ণজোত হয়ে সীমান্তের ওপারে পাচারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পুলিশ যুবককে আটক করেছে। ঘটনার পেছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা পুরো ঘটনা তদন্ত করে বের করছে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

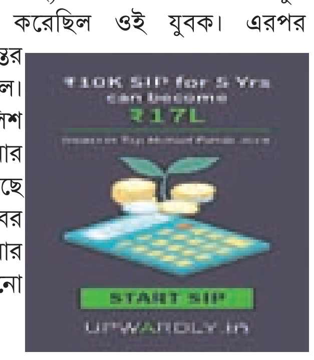

তিমির বিদায় উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়। সাত সকালে ব্যানার হাতে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ রাজবাড়ী যোগা কেন্দ্র এর তরফে মঙ্গলবার সকালে রাজবাড়ি দিঘি প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব উদযাপন। সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনের মধ্য নিয়ে স্থানীয় শিল্পীদের সংগীতের আসর রাজবাড়ী চত্বরে।

অপরদিকে এরই পাশাপাশি এদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিন। পঁচিশে বৈশাখ। সারাদেশের সাথে জলপাইগুড়িতেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। সাতসকালে শররের রাস্তায় স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ আবৃতি ও সঙ্গীতপ্রেমিদের দ্বারা এক শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কবিগুরুকে স্মরণ করা হয়।পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ শহর আঞ্চলিক কমিটি জলপাইগুড়ি শাখার উদ্যোগে এদিন আনন্দ চন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক সুসজ্জিত রেলি ।হাতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি নিয়ে সুসজ্জিত এই রেলি পরিক্রমা করে। মহিলা, পুরুষ ৮ থেকে ৮০ একসাথে পায়ে হেঁটে শহরের বিভিন্ন পথ অতিক্রমা করে। রবীন্দ্র সংগীত গাইতে গাইতে জলপাইগুড়ি শহরের পথ পরিক্রমা করে উদ্যোক্তারা।

ওপরদিকে হ্যামিল্টণগঞ্জ এলাকায় ও এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী।

গোটা কালচিনি ব্লকে পালিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী

আলিপুরদুয়ার ঃ ২৫ শে বৈশাখ কালচিনি ব্লক জুড়ে মঙ্গলবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী । মঙ্গলবার সকালে কালচিনি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে পালিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী এদিন সকালে কবিগুরু প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় । পরবর্তীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কালচিনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে । উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও , ব্লক সাধারণ সম্পাদক হায়দার আনসারি সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা।

সতীর্থ সংঘ ও পাঠাগারের পক্ষ থেকে পালিত হলো রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

কোচবিহার। ২৫ শে বৈশাখ, রাজ্য জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। মঙ্গলবার বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সতীর্থ সংঘ ও পাঠাগারের এই বছর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ সেই অনুষ্ঠানের সুচনা হয় এদিন। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সারা বছরব্যাপী একাধিক কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে সূচনা করেন মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ কুমার দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সমীরন মন্ডল,কোতয়ালী থানার আই সি অমিতাভ দাস, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সহ অন্যান্যরা।

ফুটপাত দখল মুক্ত করতে এবার শক্ত হাতে পদক্ষেপ গ্রহন করলো কোচবিহার পৌরসভা

কোচবিহার ঃ ফুটপাত দখল মুক্ত করতে এবার শক্ত হাতে পদক্ষেপ গ্রহন করলো কোচবিহার পৌরসভা। আজ কোচবিহারের রাস মেলা ময়দানের দুই ধারে ফুটপাতের দোকান পাট উচ্ছেদ করে কোচবিহার পৌরসভা। বেশ কয়েকবার পৌরসভার পক্ষ থেকে ফুটপাত দখল মুক্ত করার নির্দেশ ঘোষণা করার পরেও ফুটপাতের ব্যাবসায়ীরা তাদের দোকান সরিয়ে না নেওয়ায় আজ কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে বুলডোজার দিয়ে বেশ কিছু দোকান ভেঙ্গে ফেলা হয়।যদিও কিছু দোকান আগে থেকেই ব্যবসায়ীরা সরিয়ে নিয়েছে। জানা যায় কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে আগেই এই ফুটপাত ব্যবসায়ীদের নোটিশ পাঠানো হয়। কিন্তু ফুটপাত ব্যবসায়ীরা নর্দমার মধ্যে বাশ দিয়ে দোকান তৈরী করায় প্লাস্টিক আবর্জনা আটকে নিকাশি ব্যবস্থায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করলো পৌরসভা।

আজ রবি কিরণে দীপ্ত হয়ে উঠলো পাহাড়

দার্জিলিং ঃআজ রবি কিরণে দীপ্ত হয়ে উঠলো পাহাড়।দার্জিলিং পাহাড়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হলো রবীন্দ্র জয়ন্তী।কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মদিবসে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গার মতো দার্জিলিং পাহাড়ের মংপুতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল জিটিএএর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ দার্জিলিং ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যৌথ প্রয়াসে।অনুষ্ঠানে প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়,এরপর কবিগুরুকে অন্ন প্রদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর ছিল কবিগুরুকে মাল্যদান এবং খাপা অর্পণ। তার পরেই মংপুতে কবিগুরুর বাস ভবনে সুন্দর একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত অনীত থাপা এদিন বলেন, মংপুর প্রতি অগাধ ভালবাসা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। মংপুর আইকন তিনি। বাঙালি ও গোর্খা সমাজের মধ্যে তিনি জেন ছিলেন সেতু স্বরূপ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিটিএ মুখ্য সচিব এস পুনাবল্লম এবং জিটিএ মুখ্য উপদেষ্টা অমর লামা।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালে মংপুর বাসভবনেই শেষবার নিজের জন্মদিন পালন করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ডাক পার্সেল গাড়ির মাধ্যমে পাচারের আগে ১২টি মহিষসহ ২ জন গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ ভিন্ন কায়দায় মহিষ পাচার, পাচারকারীদের নজরে ডাক পার্সেলের গাড়ি! বদল হয়েছে রুট । ফের আটক মহিষ ১২টি মহিষ সহ গেপ্তার ২ । জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ি ব্লকের বিহার বেঙ্গল চেক্করমাড়ি চেকিং পয়েন্টে গোপন সূএে খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে অভিযান চালায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে একটি কন্টেনার থেকে উদ্ধার করে মহিষ। ঘটনায় গেপ্তার করা হয় চালক ও সহ চালকে। ধৃতরা হলো এমডি . ইকবাল (৫৮) ও আরিফ (৪২)।উদ্ধার হত্তয়া মহিষ বিহার থেকে আসামের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উদ্ধার হত্তয়া মহিষগুলিকে খোয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করবেন মন্ত্রী এই আশ্বাসেই খুশি ৫০০ পড়ুয়া সহ ২ নদীর পাড়ের গ্রামবাসী

মালদা। মালদার গাজোলের প্রত্যন্ত গ্রামে নিজের দপ্তরের ভাঙন রোধের কাজের সূচনা করতে গিয়েছিলেন রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। গ্রামে পৌঁছে মন্ত্রীর নজরে পড়ে মহানন্দা নদীর উপর নড়বড়ে বাঁশের মাচার উপরে ভর করে চলছে দুই গ্রামের মানুষের ঝুঁকির যাতায়াত। গ্রামের মানুষের কাছে সমস্যা জেনে তৎক্ষণাৎ এলাকায় স্বল্প বাজেটের পাকা সেতু তৈরির ভাবনা ঘোষণা মন্ত্রীর। দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের অবিলম্বে সমীক্ষা করে প্রকল্প তৈরিরও নির্দেশ। দীর্ঘদিনের দাবি, পাকাসেতু 'উপহার' পাওয়ার আশায় মালদার গাজোল ও পুখুরিয়ার অসংখ্য মানুষ।নদীর একপাড়ে মালদার গাজোলের বৈরগাছি২ গ্রাম পঞ্চায়েত। অন্যপারে রতুয়া ব্লকের পুখুরিয়া থানার রানীনগর এলাকা। মাঝখান থেকে বয়ে গিয়েছে মহানন্দা নদী। শুখা মরশুমে জল কম থাকলেও বর্ষা এলেই ফুঁসে ওঠে মহানন্দা। এখানে কয়েকহাজার মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত চলে বাঁশের মাচার ভরসায়। বর্ষা এলে খুলে নিতে হয় সেই সাঁকো। তখন কার্যত বিচ্ছিন্ন হয় যোগাযোগ। একটিমাত্র নৌকোতে কোনওরকমে জরুরি যাতায়াত ও যোগাযোগ টিকিয়ে রাখতে হয়। অথচ, সারাবছর দৈনন্দিন জীবনযাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা নানা প্রযোজনে মানুষ এই বাঁশের সাঁকো দিয়েই যাতায়াত করেন। নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাতায়াত যথেষ্টই ঝুঁকিপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের দাবি, একটি পাকা সেতু তৈরির। কিন্তু, এতদিন কোনও কাজই হয়নি। সম্প্রতি ওই এলাকাতেই প্রায় ছয় কোটি টাকার নদী ভাঙন রোধের কাজের সূচনা করতে আসেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। নদীর ধারে কাজের সূচনা করতে আসার সময় মন্ত্রীর নজরে পড়ে বাঁশের সাঁকোই ঝুঁকির যাতায়াত। সঙ্গে সঙ্গেই সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকে অবিলম্বে ওই এলাকায় স্বল্প বাজেটের পাকা সেতুর জন্য প্রযোজনীয় সমীক্ষা ও প্রকল্প তৈরির নির্দেশ দেন রাজ্য সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ICSE * ISC তে বাজিমাত বাংলার, প্রথম বর্ধমানের সম্বিত, মেধা তালিকায় প্রথম পাঁচে রাজ্যের পড়ুয়ারা

কলকাতা ঃআইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল করেছে বাংলার পড়ুয়ারা। আইসিএসইতে দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে বাংলার ছেলে। সম্বিত মুখোপাধ্যায়। বর্ধমানের সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র সম্বিত। একসঙ্গে ৯ জন দেশে প্রথম হয়েছে আইসিএসই তে। তারমধ্যে সম্বিত রয়েছেন। শুধু আইসিএসই তে নয় আইসিএসই তেও বাংলার পড়ুয়ারা মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। প্রথম ৫ জনের মধ্যে রয়েছেন বাংলার দুই পড়ুয়া। আবার দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের মধ্যেও রয়েছে বাংলার ৫ পড়ুয়া। আইসিএসইতে দেশে দ্বিতীয় পার্ক স্ট্রিটের অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চের অনুরাগ নন্দী। মালদার নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ অ্যাকাডেমির তৃষা বিহানি। কলকাতার গার্ডেনরিচ হাই স্কুলের আরণ্যক রায় এবং ক্যালকাটা গার্লস হাই স্কুলের ঐশী চক্রবর্তী। কলকাতার ডে পল স্কুলের শ্রেয়সী বিশ্বাস এবং জোকার বিবেকানন্দ মিশন স্কুলের সাবিক ইবন খান। রবিবার দুপুর ৩টে নাগাদ ফল প্রকাশিত হয়। অনলাইনেই রেজাল্ট দেখার ব্যবস্থা ছিল। এবছর প্রায় ২,৩১,০০০ পরীক্ষার্থী আইসিএসই র দশম শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছিলেন। আর আইএসসিতে অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণিতে ৯০ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল। তাতে বাংলার পরীক্ষার্থীরা যাকে বলে মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছে। অর্থাৎ দশম শ্রেণির পরীক্ষায় দেশের প্রথম ৯ জনের মধ্যে বাংলার ২ জন রয়েছে। বর্ধমানের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র সম্বিত মুখোপাধ্যায় প্রথম হয়েছে। স্কুলে রীতিমত উৎসবের মেজাজ। শিক্ষকরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীকে। বুধবার থেকেই আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের অন্যদিকে ICSE তে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের মধ্যে রয়েছে বাংলার ৫ জন। কলকাতার পার্কস্ট্রিটের অ্যাসেম্বলি অব গড চার্চের অনুরাগ নন্দী। গার্ডেনরিচ হাইস্কুলের আরণ্যক রায়। ক্যাসলকাটা গার্লসের ঐশী চক্রবর্তী। বাকি ২ জন জেলার। একজন মালদহের নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ অ্যাকাডেবির তৃষী বিহানি। আরপেকজন জোকা বিবেকান্দ মশন হাই স্কুলের ইবন খান। এছাড়া আইএসসিতেও মেধা তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলার পড়ুয়ারা। দেশে প্রথম হয়েছে ভক্তিনগরের সেন্ট জোসেফ স্কুলের শুভম আগরওয়াল এবং দ্য হেরিটেজ স্কুলের মান্যগুপ্ত। আইএসসিতে দেশে তৃতীয় বাংলার তিন পড়ুয়া। তার মধ্যে কলকাতার জি ডি বিড়লার শুভশ্রী সাহু, এম সি কেজরিওয়াল বিদ্যাপীঠের সিদ্ধার্থ কুমার দুগার এবং বেলঘরিয়ার অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অনুস্কা সামন্ত। আবার আইএসসিতে দেশে তৃতীয় কলকাতার প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুলের অনুষা মাইতি, জি ডি বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশনের ঐশী গঙ্গোপাধ্যায়,কলকাতার মডার্ন হাই স্কুল ফর গার্লসের অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আম্ফানকে গতিতে চ্যালেঞ্জ! সুপার সাইক্লোনের রূপ নিয়ে ঘূর্ণিঝড় মোখার তাণ্ডব উপকূলে

কলকাতা ঃ অনুকূল পরিবেশ পেয়ে শক্তি বাড়িয়ে আম্ফানের মতোই সুপার সাইক্লোনে পরিণত হল ঘূর্ণিঝড় মোখা। আম্ফানের থেকেও তীব্র গতিতে উপকূলে আছড়ে পড়েছে মোখা, এখন আম্ফানের সর্বোচ্চ গতিকেও চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেছে। আম্ফানের তিন বছর পর ফের এক সুপার সাইক্লোনে বিধ্বস্ত হল বঙ্গোপসাগরের উপকূল। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার পর তা দ্রুত শক্তি বাড়িয়ে অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছিল। শনিবার পর্যন্ত আবহাওয়া দফতরের খবর ছিল ঘণ্টায় ১৭০-১৭৫ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় মোখা। কিন্তু তারপরও আরও শক্তি বাড়িয়ে সুপার সাইক্লোনের রূপ নেয় মোখা। গতিতে তা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে আগের সুপার সাইক্লোন আম্ফানকে। আম্ফান পশ্চিমবঙ্গের বকখালিতে আছড়ে পড়েছিল ঘণ্টায় ১৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে। সুপার সাইক্লোনের রূপ নিয়ে ঘূর্ণিঝড় মোখা কিন্তু ল্যান্ডফল করল ২১০ কিলোমিটার গতিবেগ। তা আরও শক্তি বাড়িয়ে আম্ফানকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। সুপার সাইক্লেন আম্ফানের সর্বোচ্চ গতিবেগ হয়েছিল ২৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। তা মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এক মিনিট। আর ঘণ্টায় ২৪০ কিলোমিটার গতিবেগ স্থায়ী হয়েছিল তিন মিনিট। এখন সুপার সাইক্লোন মোখা সেই গতি পেরিয়ে যায় কি না, সেটাই দেখার। বুধবার থেকেই আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন! পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের মার্কিন আবহাওয়া বিভাগের মতে সুপার সাইক্লোন মোখা ২৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। সেক্ষেত্রে আম্ফানের গতিবেগকে চ্যালঞ্জে ফেলে দেবে মোখা। ঘূর্ণিঝড় মোখা আম্ফানের মতো একই সময়ে একই জায়গায় সৃষ্টি হয়েছিল। আম্ফানের ক্ষেত্রে তা সরাসরি বাংলার উপকূলের দিকে ধেয়ে আসে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় মোখা বাংলার উপকূলে না এসে উত্তর-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে বাংলাদেশ-মায়ানমার উপকূলের দিকে ধেয়ে যায়। তারপরই তা শক্তি বাড়িয়ে সুপার সাইক্লোনের রূপ নেয়। এই বাঁক নেওয়ার আগে শক্তি বাড়িয়ে ফেললে কিন্তু বিপদ নেমে আসত বাংলার উপকূলে। এমনটাই অভিমত আবহবিদদের। ঘূর্ণিঝড় মোখা আবহবিদদের অনুমানের থেকেও অনেক বেশি শক্তি আহরণ করে বঙ্গোপসাগরে ফুঁসতে শুরু করে। ঘূর্ণিঝড় মোখা নিয়ে মৌসম ভবন বলেছিল, তা আরো শক্তি বাড়িয়ে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় থেকে সুপার সাইক্লোনের রূপ নিতে পারে। আম্ফানের মতোই তার গতিপ্রকৃতি, তা অনুমান করেছিলেন আবহবিদরা। সেই কারণেই বাংলাদেশ-মায়ানমার উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা সিংহভাগ হওয়া সত্ত্বেও বাংলার উপকূলকে সাবধান করে দিয়েছিল। কেননা আম্ফানের মতোই প্রকৃতি পরিবর্তন করে বাংলার উপকূলে হানা দিলে তখন কিছু করার থাকবে না। এর আগে মায়নামারের বুকে তাণ্ডব চালায় নার্গিস। নার্গিসের থেকেও বেশি গতিতে এবার আছড়ে পড়ল মোখা। নার্গিস ঘণ্টায় ১৬৫ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়েছিল।

আইসিএসই'র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশ, সেরার তালিকায় সবার উপরে বাংলা

কলকাতা ঃ আইসিএসই'র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশ হল রবিবার। এবার আইসিএসই'র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল আড়াই লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে শিক্ষার্থীরা সিআইএসসিই-এর ওয়েবসাইটে ফলাফল জানতে পারবেন। কাউন্সিল ফর দি ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস বা সিআইএসসিই'র দশম শ্রেণির ও ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট বা আইএসসি'র দ্বাদশ শ্রেণির ২০২৩-এর ফলাফল এদিন বিকেল তিনটে ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগেই জানানো হয়েছিল পড়ুয়ারা কীভাবে তাদের ফল জানতে পারবেন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে শিক্ষার্থীরা সিআইএসসিই'র ওয়েবসাইট http:cisce.org বা results.cisce.org এ গিয়ে তাঁদের ফলাফল দেখতে পারেন। দশম শ্রেণির বা আইসিএসই'র পরীক্ষা এ বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল ২৯ মার্চ। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ১৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল। আর শেষ হয়েছিল ৩১ মার্চ। এ বছর অর্থাৎ ২০২৩-এ প্রায় ২.৫ লক্ষ শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেল। এর আগে শুক্রবার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সিবিএসই'র দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সামগ্রিকভাবে ৮৭.৩৩ শতাংশ পাস করে সেই পরীক্ষায়। ৫ ৫ বিরোধীরা এবার ঐক্যবদ্ধ না হলে জনগণ ক্ষমা করবেন না, কর্নাটকে জিতে বার্তা অধীরের আইসিএসই তে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাংলার সম্বিত মুখোপাধ্যায়। তিনি পূর্ব বর্ধমানের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র। আইএসসিতে যুগ্ম প্রথম হয়েছেন কলকাতার মান্য গুপ্ত। তিনি কলকাতার হেরিটেজ স্কুলের ছাত্র। রজ্যে যুগ্ম দ্বিতীয় অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ স্কুলের অনুরাগ নন্দী।

কর্নাটক নির্বাচনের ফলাফল ২০২৩ঃ গরীব জনতার হাতে হার পুঁজিবাদীদের! বড় ঘোষণা করে বললেন রাহুল

বেঙ্গালুরু ঃ কর্নাটক নির্বাচনের ফল ২০২৩ঃ ভালোবাসা এবং খোলা মনে কর্নাটকের নির্বাচন লড়েছিলাম। বিপুল ভোটে জয়ের পর এমনটাই বললেন রাহুল গান্ধী। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনের আগে বড় জয় কংগ্রেসের। যা নিঃসন্দেহে বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের। আর এই জয়ের পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি সোনিয়া-পুত্র আর সেখানে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, এই জয় ভালোবাসার জয়। পাশাপাশি এই জয়ের জন্যে কর্নাটকের মানুষ এবং নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানান রাহুল গান্ধী। বলেন, কংগ্রেস দল সবসময়ে গরীবদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়ম পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে গরীব মানুষ ভোট দিয়েছে বলেও এদিন বক্তব্য রাখেন কংগ্রস নেতা। গত একমাস ধরে কর্নাটকে মাটি কামড়ে পড়েছিল কংগ্রেস। কখনও রাহুল গান্ধী আবার কখনও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী প্রচার করেছেন। একাধিক ক্যাম্পেন চালিয়েছে কর্নাটক কংগ্রেস নেতৃত্ব। আর এরপরেই সে রাজ্যের বড় অংশে মানুষের রায় কংগ্রেসের পক্ষে। আর এই ফলাফল সামনে আসার পর থেকেই উচ্ছ্বসিত গোটা কংগ্রেস পরিবার। কর্নাটক তো বটেই, দেশের প্রত্যেক রাজ্যেই বিজয় উৎসব কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের। বেরিয়ে আসেন রাহুল গান্ধীও। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কর্নাটকে ঘৃণার কোনও জায়গা নেই। ভালোবাসার দরজা খুলে গেল। কর্নাটকে মুখ্যমন্ত্রীর শপথের দিন ঘোষণা কংগ্রেসের, কে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে প্রথম থেকেই ভালবাসার সঙ্গেই এই নির্বাচনে লড়াই করি। ঘৃণার জন্ম দেয় এমন একটাও শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। শেষমেশ কর্নাটকের মানুষ প্রমাণ করে দিল যে ভালবাসাই সব! অন্যদিকে ভোটের আগে মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পুরণের কথাও এদিন বলেন রাহুল গান্ধী। তিনি জানান, ভোটের আগে সে রাজ্যের মানুষকে আমরা পাঁচ কথা দিয়েছিলান। প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সেই পাঁচ প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে বলেও এদিন ঘোষণা করেন কংগ্রেস নেতা। যা নিঃসন্দেহে বড় বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে সে রাজ্যে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে সে বিষয়ে কোনও বার্তা দেননি রাহুল। তবে শোনা যাচ্ছে, আগামীকাল জয়ী বিধায়কদের নিয়ে একটা বৈঠক করা হবে। বিরোধীরা এবার ঐক্যবদ্ধ না হলে জনগণ ক্ষমা করবেন না, কর্নাটকে জিতে বার্তা অধীরের সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কে হবে তা বেছে নেওয়া হবে। আর মুখ্যমন্ত্রী পদে সে রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি শিবকুমার এবং সিদ্ধারামাইয়া রয়েছে। সম্ভবত সোমবার কর্নাটকের নয়া মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ বলে জানা যাচ্ছে। আজ শনিবারই বাসবরাজ বোম্মাই কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবে বলে জানা যাচ্ছে।

কর্নাটক নির্বাচনের ফলাফল ২০২৩ : দক্ষিণের প্রবেশদ্বার হারাল বিজেপি! হেভিওয়েটদের জয়-পরাজয়

কলকাতা ঃ দক্ষিণের প্রবেশদ্বার হারাতে চলেছে কংগ্রেস। ফলের নিরিখে ইতিমধ্যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রাপ্ত সংখ্যা পেরিয়ে এসেছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় কর্নাটক নির্বাচনের ফল ২০২৩ কংগ্রেস ১৩৬, বিজেপি ৬৫, জেডিএস ২০ এবং অন্যরা ৩ টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের তরফে এগিয়ে পিছিয়ে ফল জানানো হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে কারও জয় সামনে আসেনি। তবে সেই এগিয়ে-পিছিয়ে থাকার তালিকায় অনেক হেভিওয়েট প্রার্থীও রয়েছেন। একনজরে দেখে নেওয়া যাক কে কোথা এগিয়ে পিছিয়ে। বরুণে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। বিজেপি প্রার্থী ভি সোমান্নার বিরুদ্ধে প্রায় ১৬ হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তিনি। এই আসনটি চামরাজানগর সংসদীয় এলাকার মধ্যে পড়ে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির ভি শ্রীনিবাস প্রসাদ। কর্ণাটকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেই বাংলার শাসকদলকে নিশানা অধীরের এই আসনের বিদায়ী বিধায়ক সিদ্দারামাইয়ার পুত্র যতীন্দ্র সিদ্দারামাইয়া। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এই আসন থেকে আগে দুবার জিতেছিলেন। ২০১৩তে এই আসনে জয়ী ওওয়ার পরে তিনি মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছেন। ২০১৮ সালে তিনি যথীন্দ্রের জন্য আসনটি

ছেড়ে দেন। কর্নাটকে মুখ্যমন্ত্রীর শপথের দিন ঘোষণা কংগ্রেসের, কে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে শিকারীপুরা আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী বিএস ইয়েদুরাপ্পার ছেলে বিজয়েন্দ্র ইয়েদুরাপ্পা তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তথা নির্দল প্রার্থী এসপি নাগরাজগৌড়ার থেকে প্রায় আট হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। এই আসন থেকে বিএস ইয়েদুরাপ্পার ট্র্যাক রেকর্ড খুবই ভাল। এই আসন থেকে আটবার তিনি জয়ী হয়েছেন। ২০১৩ সালে ইয়েদুরাপ্পা কেজেপির টিকিটে শিকারীপুরা আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন। সেই বছর তিনি বিজেপি ছেড়ে নিজের দল গঠন করেছিলেন। তবে ২০১৪ সালে তিনি বিজেপিতে ফিরে আসেন। ২০১৮-এর নির্বাচনে জয়ী হন এবং মুখ্যমন্ত্রীর আসনেও বসেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন কংগ্রেস এই আসনে ৫ বার জয়ী হয়েছে। বিরোধীরা এবার ঐক্যবদ্ধ না হলে জনগণ ক্ষমা করবেন না, কর্নাটকে জিতে বার্তা অধীরের কনকপুরা আসন থেকে এগিয়ে রয়েছেন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার। তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির আর অশোকের থেকে ৬০ হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। এই কনকপুরা এলাকা কংগ্রেস তথা ডিকে শিবকুমারের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। হুবলি-ধারওয়াদ সেন্ট্রাল আসনে কার্যত হারের মুখে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীস শেট্টার। তিনি বিজেপি প্রার্থী মহেশ টেঙ্গিনাকাইয়ের থেকে ৩০ হাজারের বেশি ভোট পিছিয়ে পড়েছেন। এর আগে তিনি টানা ছয়বার এই আসন থেকে জয়ী হয়েছেন। এবার বিজেপি সেখানে নতুন প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার তিনি দল ছাড়েন।

সম্পাদকীয়

ইমরানের মুক্তি : শেষের শুরু নাকি শুরুর শেষ

পাকিস্তানে একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে। অনেক দিন থেকেই দেশটি অর্থনৈতিক সংকটে আছে। এখন সেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা ছাপিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত মুখ্য হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিরোধী দল তথা পিটিআইয়ের আন্দোলনে ঘি ঢেলে দিয়েছে ইমরান খানের গ্রেপ্তারের ঘটনা। গত নভেম্বরে এক সমাবেশে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রধান ইমরান খান সরাসরি অভিযোগ করেছেন, ইন্টারসার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্সের (আইএসআই) প্রধান তাঁকে হত্যার জন্য দুই দফা চেষ্টা চালিয়েছেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনী কিংবা আইএসআইয়ের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। যখন যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন, তাঁরা সেনাবাহিনী ও আইএসআইকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে উসকে দেন। পাকিস্তানের ক্ষমতাকাঠামো তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—সরকার, বিচার বিভাগ ও সেনাবাহিনী। কখনো একটি অপরটির মুখোমুখি অবস্থান নেয়, কখনো সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ৯ মে তোশাখানা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজিরা দিতে গেলে তাঁকে কমান্ডো কায়দায় গ্রেপ্তার করা হয়, যা ছিল নজিরবিহীন।

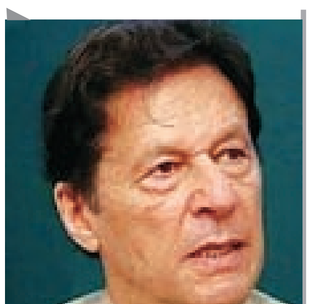

এরপরই পিটিআইয়ের কর্মী-সমর্থকেরা সারা দেশে বিক্ষোভ করেন, সেনা কর্মকর্তার বাসভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালান, আগুন দেন। প্রধান প্রধান শহরে সেনা তলব করেও সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেনি। অনেকে মনে করেন, তারা ইচ্ছা করেই পিটিআই নেতাকর্মীদের ভাঙচুর করতে দিয়েছে যাতে ভবিষ্যতে দলের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। পাকিস্তানে কে বেশি ক্ষমতাধর? নির্বাচিত সরকার, প্রেসিডেন্ট, সেনাবাহিনী না আইএসআই? সংবিধান মানলে নির্বাচিত সরকারই ক্ষমতাবান হওয়ার কথা। কিন্তু পাকিস্তানে এ পর্যন্ত কোনো নির্বাচিত সরকার কিংবা প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বছরের মেয়াদ পূরণ করতে পারেননি। ১৯৭২ সালে যে সেনাবাহিনী ফুলের মালা দিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল (পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন), ১৯৭৭ সালে সেই সেনাবাহিনী তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং দুই বছর পর এক হত্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। গত বছরের এপ্রিলে ক্ষমতা হারানোর পর ইমরান জিহাদের ডাক দিলেও সরকারের চণ্ডনীতির সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন তাঁর সদস্যপদ বাতিল করেছে। তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করেছে। এবারই তিনি প্রথম আদালত ও সাধারণ মানুষের নৈতিক সমর্থন পেলেন। আদালত অঙ্গনে তাঁর গ্রেপ্তারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে পিটিআই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ ইমরানের গ্রেপ্তারকে অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করেন। গতকাল শুক্রবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টও শুনানির পর তাঁর দুই সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর পিটিআইয়ের নেতাকর্মীরা উল্লাস প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনেছেন সরকারি দলের নেতারা। তাঁরা বলেছেন, এর মাধ্যমে আদালত বিচারিতা করেছেন। ক্ষমতাচ্যুতির পর ইমরান খানের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা দেওয়া হয়েছে। ইমরান খানের গ্রেপ্তারের পর প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে বলেন, 'ইমরান খানের গ্রেপ্তারের দৃশ্য ভিডিওতে দেখে পাকিস্তানের জনগণ ও আমি ব্যথিত হয়েছি। ভিডিওতে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে দেখা গেছে। ইমরান খান জনপ্রিয় নেতা এবং একটি শীর্ষ রাজনৈতিক দলের প্রধান।' বৃহস্পতিবার তিনি পুলিশপ্রধানের অতিথিশালায় পিটিআইপ্রধানের সঙ্গে দুই ঘণ্টা আলোচনাও করেছেন। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে আরিফ আলভি পিটিআই থেকে দুবার জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। সাবেক ক্রিকেট তারকা ইমরান খান একসময় সেনাবাহিনীর প্রিয়ভাজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ২০১৩ সালের নির্বাচনে পিটিআই ২৭০টি আসনের মধ্যে ৩০টি পেয়ে জাতীয় পরিষদে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনে পিটিআই ১১৬ আসন পেয়ে অন্যদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। পাকিস্তানি সাংবাদিক হামিদ মিরের ভাষ্যমতে, 'সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান ইমরান।'

রাশিয়ার যে চিঠি আমলে নিলে ইউক্রেনে যুদ্ধই বাধত না

যুক্তরাষ্ট্রের ঝানু কূটনীতিক হেনরি কিসিঞ্জার বলেছেন, ইউক্রেন সংঘাত মীমাংসার শর্ত এ বছরের শেষে পোক্ত হয়ে উঠবে। মধ্যস্থতার ভূমিকায় চীনের আবির্ভাব এবং রুশদের তাতে মনোযোগ দেওয়া এ হিসাবনিকাশের ওপর ভিত্তি করে তিনি এ কথা বলেছেন। যা হোক, কিসিঞ্জারের এ ভবিষ্যদ্বাণী একটি বিষয় অনুপস্থিত রয়েছে। সেটা চীনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বিষয় নয়। রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে নিছক একটি চুক্তির চেয়ে বেশি কিছু চায়। ইউক্রেনকে নিরস্ত্রীকরণ এবং দেশটি যাতে ন্যাটোর সদস্য না হয়, অন্তত এ চাওয়া রয়েছে রাশিয়ার।

স্টিফেন ব্রায়েন
প্রাবন্ধিক

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনা পুরোপুরি উল্টো। ওয়াশিংটনের ভাবনা হলো, ইউক্রেনকে ন্যাটোতে আনা যায় সে রকম কোনো চুক্তিই কেবল গ্রহণযোগ্য হতে পারে। একই রকমের আরও ধারণা সময়সময় উসকে উঠছে। এর মধ্যে একটি ধারণা হলো, ইউরোপের কয়েকটি দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে ভবিষ্যতে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এ ধারণা করার পেছনে কারণ হলো, ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যুক্ত করার মতো যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যথেষ্ট ভোট রয়েছে।

যদিও ন্যাটোর যেকোনো পদক্ষেপ রাশিয়ার জন্য হবে অভিশাপ। এরপরও অনুমান করা যায়, চুক্তি হলে ইউক্রেনে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু হতে পারে। কিন্তু দুটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে ইউক্রেনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে।

প্রথমত, ইউক্রেনের ভেতরে রাশিয়া এখন যে ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে, সেখানে সমস্যা তৈরি হবে। দোনেৎস্ক, জাপোরিঝঝিয়া, খেরসন, এমনকি ক্রিমিয়ায় সমস্যা তৈরি হবে।

এ অঞ্চলগুলোর ব্যাপারে স্থায়ী কোনো সমাধানে আসা ইউক্রেনের জন্য ভীষণ রকম কঠিন একটা ব্যাপার হবে। এ ছাড়া আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেন যদি সামরিকভাবে পরাজিত করে অঞ্চলগুলো থেকে রুশদের বের করে না দিতে পারে, তাহলে ইউক্রেনের মানচিত্র নতুনভাবে আঁকা ছাড়া বিকল্প কিছু মেনে নিতে রাজি হবে না রাশিয়া।

এ বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়, তাহলে রাশিয়া ও ইউরোপ দুই পক্ষকে গ্রাস করে ধরা নিরাপত্তাসংকটের সমাধান মস্কো আর কিয়েভের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তির মধ্য দিয়ে মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ আছে, ইউরোপে এখন এই ভয় ছড়িয়ে পড়েছে যে ইউক্রেন যুদ্ধের ফলাফল খুব খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। একই সঙ্গে ইউরোপে এ শঙ্কাও ছড়িয়ে পড়েছে যে রুশদের পেছনে লাগার জন্য ভবিষ্যতে তাদের ভালোমতোই ভুগতে হবে।

ইউক্রেনের বর্তমান সরকার সেই পথে যাবে না। এ কারণে এ বিষয়ে মীমাংসায় আসা তখনই সম্ভব হবে, যদি ইউক্রেনে ক্ষমতাসীন সরকারের বদল হয় অথবা রাশিয়া যুদ্ধে পরাজিত হয়।

অন্য সমস্যাটি হলো রুশদের মন। সেটা আসলে ইউক্রেনের বাস্তবতা থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাশিয়া বিশ্বাস করে ইউক্রেন যুদ্ধ মূলত ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ। রাশিয়া আরও বিশ্বাস করে, ইউক্রেনের মাটিতে যুদ্ধ হলেও ইউরোপের ঘাঁটি থেকে ইউক্রেনীয়রা সমর্থন পাচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো রাশিয়াকে ভেঙে ফেলার যে পরিকল্পনা করেছে, তার অংশ হিসেবেই এ যুদ্ধ। রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো এমনভাবে টুকরা করত চায়, যাতে তাদের ওপর আধিপত্য করা যায়। ফিনল্যান্ড ও সুইজ্যারল্যান্ড ন্যাটোর সদস্য হিসেবে যুক্ত হওয়ায় রুশদের এ সন্দেহ আরও তীব্র হয়েছে। রাশিয়া ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের দিক থেকে সম্মিলিত হুমকি অনুভব করছে।

এ কারণেই পশ্চিমের পণ্ডিতেরা যখন ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন, সে সময় রুশরা তাদের নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে শঙ্কিত।

এখানে একটি বিষয় পুনরুল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি। ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করার আগে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ন্যাটোপ্রধানের কাছে দুটি বার্তা পাঠিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে পাঠানো চিঠিতে ইউক্রেন সমস্যার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ন্যাটোপ্রধানকে পাঠানো চিঠিতে পূর্ব ইউরোপের নতুন নিরাপত্তাব্যবস্থা চালুর আহ্বান জানানো হয়েছিল। দুটি চিঠিই অপমানজনকভাবে ও শত্রুতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

সেই চিঠিগুলো যদি রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার একটি ভিত্তি তৈরি করত, তাহলে অন্তত তথাকথিত বিশেষ সামরিক অভিযান পরিচালনা করত না রাশিয়া। রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ এড়ানোর সেই সুযোগ হেলায় হারানো হয়েছে। রাশিয়ার প্রস্তাব দাম্ভিকতার সঙ্গে পশ্চিমাদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টিকেই পরবর্তীকালে রাশিয়া প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করছে। ন্যাটোর উদ্দেশ্য হলো রাশিয়াকে ধ্বংস করা। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা ইউক্রেনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

এ বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়, তাহলে রাশিয়া ও ইউরোপ দুই পক্ষকে গ্রাস করে ধরা নিরাপত্তাসংকটের সমাধান মস্কো আর কিয়েভের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তির মধ্য দিয়ে মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ আছে, ইউরোপে এখন এই ভয় ছড়িয়ে পড়েছে যে ইউক্রেন যুদ্ধের ফলাফল খুব খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। একই সঙ্গে ইউরোপে এ শঙ্কাও ছড়িয়ে পড়েছে যে রুশদের পেছনে লাগার জন্য ভবিষ্যতে তাদের ভালোমতোই ভুগতে হবে।

এ প্রেক্ষাপটে একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ হলো, ইউরোপিয়ানদের তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে খোলাখুলিভাবে বলতে হবে। এ নিরাপত্তার প্রশ্ন থেকেই ইউক্রেন যুদ্ধ ও ন্যাটো সম্প্রসারণের ঘটনা ঘটেছে।

এই স্পর্শকাতর ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ইস্যুতে কিসিঞ্জার যদি মনোযোগ দিতে পারেন, তাহলে সেটা সবার জন্যই ভালো হবে।

পশ্চিম থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে এশিয়ায় নোঙর গাড়ছে রাশিয়া

ওলেগ ইয়ানোভস্কি

এ বছরের ৩১ মার্চ রাশিয়া তাদের নতুন পররাষ্ট্রনীতি প্রকাশ করেছে। এশিয়ার দ্রুত প্রবৃদ্ধি দেখে রাশিয়া অনেক আগেই প্রাচ্যমুখী হতে শুরু করে। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় নীতিতে এর স্বীকৃতি দিয়েছে। রাশিয়ার জন্য এ ঘটনা যুগান্ত সৃষ্টিকারী বাঁকবদল কিন্তু এর ফলে এশিয়াতেও ক্রমশ বস্তুগত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করবে। পররাষ্ট্রনীতিতে কোন অঞ্চলকে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে রাশিয়া। রাশিয়া তাদের অগ্রাধিকার তালিকায় পশ্চিমকে আগের অবস্থান থেকে নামিয়ে দিয়েছে। কেবল অ্যান্টার্কটিকায় পশ্চিমের নিচে রয়েছে। পশ্চিমের বিষয়ে রাশিয়া যে তার নীতি পুরো ১৮০ ডিগ্রি বদলে ফেলছে, এ ঘটনা তারই ইঙ্গিত। মস্কো এবারের পররাষ্ট্রনীতিতে পশ্চিমের সঙ্গে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' ওপর জোর দিয়েছে। কিন্তু সেই বল এখন পশ্চিমাদের ঘরে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর পরেই আর্কটিক অঞ্চলের দেশগুলো কৌশলগত দিক থেকে রাশিয়ার অগ্রাধিকার পেয়েছে। এবারই প্রথম রাশিয়া নর্থ সি বা উত্তর সাগরের ক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা পরিষ্কার করল। উত্তর সাগরে রাশিয়ার প্রবেশ চীনের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যে সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এতে করে ভূ-অর্থনৈতিক বাধাগুলো অনেকটাই অপসারণ হবে এবং চীনের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে পণ্য বিনিময়ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে। আর্কটিক মহাসাগর বিশ্বের সর্ব উত্তরের দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার দ্বন্দ্ব-বিরোধেরও একটি বিষয়। পশ্চিমের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এ দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। রাশিয়া একটি 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' পথ খুঁজলেও নিকট ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সেটা ঘটার দৃশ্যমান সম্ভাবনা নেই।

মস্কোর আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও এশিয়ায় এখন পর্যন্ত রাশিয়ার উপস্থিতি অনেক কম। এশিয়ায় নোঙর গাড়ার জন্য এক দশকের বেশি সময় ধরে মাঠপর্যায়ে কাজ করে আসছে রাশিয়া। এশিয়া রাশিয়ার কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এশিয়ার দিকে রাশিয়ার অবস্থান বদল পর্যায়ক্রমে, নির্দিষ্ট খাতে ও অল্প কয়েকটি দেশ দিয়ে শুরু হলেও সেটা দিন দিন আরও গভীর ও বিস্তৃত হবে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তৃতীয় অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে চীনকে প্রথম এবং ভারতকে দ্বিতীয় অবস্থানে রেখেছে রাশিয়া। মস্কোর কাছে চীনের গুরুত্ব অনিবার্য, গভীর ও স্থায়ী। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই। ভারত স্বাধীন হওয়ার পাওয়ার পর থেকেই নয়াদিল্লি-মস্কো সম্পর্ক শক্তিশালী সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামরিক ও অর্থনৈতিক দুই খাতে সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাস বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যৌথ সহযোগিতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

বৈশ্বিক ফোরাম থেকে মুখ ফিরিয়ে আসিয়ানের মতো আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্ব দিচ্ছে রাশিয়া। কোয়াড, চিপ ৪, এইউকেইউএসের মতো পশ্চিমা আধিপত্যে পরিচালিত জোটে এ অঞ্চলের দেশগুলো যুক্ত হয়েছে, রাশিয়াও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের নীতি নিয়েছে। এই কৌশলনীতি চীনের নীতিনির্ধারকদের কৌশলনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্ধেকসংখ্যক নীতিনির্ধারকও একই নীতির কথা বলছেন। এরই মধ্যে ১৯টি রাষ্ট্র ব্রিকসে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর বেশির ভাগ দেশই দক্ষিণ বিশ্বের। এ থেকে প্রমাণিত হয়, বৈশ্বিক নয় বরং আঞ্চলিক ধরনের ফোরামের পক্ষে রাশিয়ার কৌশলনীতি ভবিষ্যতে জিততে চলেছে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনীতিকে সবার আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া তার অর্থনৈতিক দৃষ্টি এশিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলো দ্রুত উন্নতি করছে, সেসব দেশেই মূল মনোযোগটা কেন্দ্রীভূত করছে।

অবশ্য রাশিয়া-এশিয়া সংযুক্তি মস্কোর এবারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্কের অনেক আগেই তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে সাইবেরিয়া পাইপলাইন, ট্রান্স-সাইবেরিয়া রেলওয়ে এবং নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডরের মতো প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায়।

এ ধরনের অবকাঠামো খাতের প্রকল্পগুলো রাশিয়ার কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে। নতুন বাজারগুলোর ক্ষেত্রে যেখানেই রাশিয়ার জন্য সুযোগ তৈরি হচ্ছে, সেখানেই নতুন নতুন প্রকল্প নিচ্ছে রাশিয়া। এর মধ্যে কিছু প্রকল্প এখন দৃশ্যমান। দৃষ্টান্ত হিসেবে, ভারত রাশিয়ার সঙ্গে ২০২৩ সালের এপ্রিলে সম্পাদিত ট্রান্সমাশহোল্ডিং কো-অপারেশন চুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই প্রকল্পে এরই মধ্যে ট্রেন উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে।

রাশিয়ার জ্বালানি, পণ্য ও পারমাণবিক প্রযুক্তিতে দক্ষ বিশেষজ্ঞ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জ্বালানি ঘাটতিতে পড়া দেশগুলোর জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভালো একটি দৃষ্টান্ত হলো, ভারত। তারা এখন রাশিয়ার জ্বালানি তেলের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় কোনো মতাদর্শ না থাকলেও দেশটির অনেক মানুষ প্রথাশ্রয়ী ও রক্ষণশীল। রাশিয়া তার জনগণের চিন্তাকে রক্ষা করে। পশ্চিমারা এটিকে প্রতিক্রিয়াশীলতা হিসেবে বিবেচনা করে। পশ্চিমা মূল্যবোধ খোলাসা হয়ে পড়ায় পশ্চিমা দেশগুলো দক্ষিণ বিশ্ব থেকে নিজেদের দূরত্ব সৃষ্টি করছে। বিপরীতে রাশিয়া দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলোর কাছে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে আসছে। এ ছাড়া 'ঐতিহ্যগতভাবে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ'-এর মতো বিষয়কে পররাষ্ট্রনীতির অংশ করেছে রাশিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। এ কারণেই এই বাজারটিকে রাশিয়া তাদের পণ্য রপ্তানির নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েই রাশিয়া এশিয়ামুখী হয়েছে, ইউরোপে সংঘাত সৃষ্টি হওয়ায় হঠাৎ করেই আসেনি তারা। এশিয়ার বেশির ভাগ দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে দেওয়া পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় শামিল হয়নি। এটি রাশিয়াকে তার কৌশলনীতি বাস্তবায়নে সুবিধা দিচ্ছে। মস্কোর কৌশলনীতি থেকে এটা পরিষ্কার যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের নেতিবাচক প্রচারণা বরং উল্টো দক্ষিণ বিশ্বের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে চীনের নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। দুই দেশই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুমেরুর বিশ্বের কথা বলছে। এ ছাড়া আধিপত্য প্রতিরোধ ও অন্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বলছে চীন ও রাশিয়া। নীতিগত ক্ষেত্রে রাশিয়া ও চীনের এই মিল বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বহুমুখী প্রভাব ফেলছে। আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে রাশিয়া ও চীনের মধ্যকার আঁতাত এশিয়ার সামনে ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাশিয়ান ও চীনাদের সম্পদ ও শিল্প এশিয়ার বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সহযোগিতা করবে। মস্কোর আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও এশিয়ায় এখন পর্যন্ত রাশিয়ার উপস্থিতি অনেক কম। এশিয়ায় নোঙর গাড়ার জন্য এক দশকের বেশি সময় ধরে মাঠপর্যায়ে কাজ করে আসছে রাশিয়া। এশিয়া রাশিয়ার কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

সাময়িকী

যেসব কারণে এরদোয়ানের প্রতি অনেক মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়েছে

দুই দশক ধরেই ইরান ও তুরস্কে নির্বাচনের আগে পশ্চিমা গণমাধ্যম বলতে শুরু করে, ক্ষমতাসীনেরা হেরে যাবে। বিরোধী পক্ষের পালে জোর হাওয়া লেগেছে বলে প্রচার-প্রচারণা শুরু করে। কিন্তু ইরান ও তুরস্কে ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এবারও তুরস্কের নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনার পারদ চরমে। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো যথারীতি বলছে, রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আমলের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। কমবেশি সব কটি পশ্চিমা গণমাধ্যমের আভাস হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির এরদোয়ানকে হারিয়ে দিতে পারেন রিপাবলিকান পিপলস পার্টির নেতা কামাল কিলিচদারোগলু। এরদোয়ানের পরাজয় বা ক্ষমতা থেকে নির্বাসন পশ্চিমাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা।

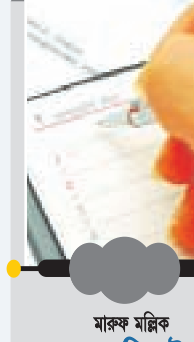

মারুফ মল্লিক
কলামিস্ট

তবে এর আগে কোনো নির্বাচনে এরদোয়ান হারেননি, কিন্তু এবার পাহাড়সম চাপ নিয়ে নির্বাচনে লড়তে হচ্ছে তাঁকে। তুরস্কের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ খারাপ। মূল্যস্ফীতি ৮০ শতাংশে পৌঁছেছে। কোথাও কোথাও শতভাগ। সাম্প্রতিক ভূমিকম্প অর্থনৈতিক দুরাবস্থাকে আরও নাড়িয়ে দিয়েছে। এ কারণে ভোটারদের মধ্যে এরদোয়ানের প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়েছে।

২০ বছর আগে ক্ষমতায় এসে এরদোয়ান যেভাবে তুরস্কের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন, গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে ২০১৩ সালের পর, তা আর ধরে রাখতে পারেননি। দ্রব্যমূল্যের উচ্চগতি শহুরে নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছে। এই অনাস্থা, অসন্তোষকে পুঁজি করেই কামাল কিলিচদারোগলু অন্য বিরোধীদের নিয়ে একাট্টা হয়ে এবারের নির্বাচনে মাঠে নেমেছেন। বিরোধীদের প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় অর্থনৈতিক দুরাবস্থার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। কিলিচদারোগলুর সঙ্গে নির্বাচনী জোটে আছে আরও পাঁচটি দল। এই জোটে ফেতুল্লা গুলেনের বামপন্থী সমর্থকেরা যেমন আছেন, আছে এরদোয়ানের গুরু নেজমুদ্দিন এরবাকানের দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া ইসলামপন্থী সাদত পার্টি। আরও আছে এরদোয়ানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমেদ দাউদওলুর ফিউচার পার্টি, সাবেক অর্থমন্ত্রী আহমেদ বাবাজানের দেবা পার্টি, বামপন্থী ডেমোক্রেটিক পার্টি। এ ছাড়া অঘোষিতভাবে এই জোটে রয়েছে কুর্দিশ রাজনৈদিক দল হেদেপে। বিভিন্ন মত ও পথের দল এরদোয়ানকে হারাতে জোট গঠন করেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, উদারপন্থী হিসেবে পশ্চিমাদের সমর্থন পেলেও এই জোট গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছে ইসলামপন্থী দল সাদত পার্টি। মূলত সাদত পার্টির নেতা তেমেল কারামোল্লাউলু এই জোট গঠনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সাদত পার্টির অফিস থেকেই এরদোয়ানবিরোধী জোট গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

১৪ মের নির্বাচনে এরদোয়ানের রাজনৈতিক ভাগ্য নতুন করে লেখা হবে। জিতলে তুরস্কের ইতিহাসে নতুন উচ্চতায় চলে যাবেন আর হারলে কারাবাস, মৃত্যুদণ্ডঅনেক কিছুই হতে পারে। বিভিন্ন জরিপে কামালের জয়ের পাল্লা বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে এখনই আশা ছাড়ছেন না এরদোয়ানের সমর্থকেরা। শেষ পর্যন্ত নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করে বেরিয়ে আসবেন বলে এরদোয়ানের সমর্থক, ভক্তরা প্রত্যাশা করছেন।

বিপরীতে এরদোয়ান জাতীয়তাবাদী, ইসলামপন্থী, মধ্যপন্থী ও কুর্দিশদের একাংশ নিয়ে জোট গঠন করেছেন। গত রোববার ইস্তাম্বুলে ১৭ লাখ মানুষের সমাবেশ করেছেন এরদোয়ান। এই সমাবেশকে গত ১০০ বছরের মধ্যে তুরস্কের সব থেকে বড় সমাবেশ বলা হচ্ছে। ৩৯টি প্রদেশ থেকে ১০ হাজার বাসে করে তপ্ত গরমের মধ্যে এরদোয়ানের সমর্থকেরা সমাবেশে যোগ দেন। পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, বিশাল জনসমাবেশ নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে। জনসমাগমের পাশাপাশি এরদোয়ান চেষ্টা করেছেন অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সুবিধা বাড়িয়ে ভোটারদের কাছে টানতে। গত দুই বছরে চারবার বেতন বাড়ানো হয়েছে। অবসরপ্রাপ্তদের ভাতা ও সুবিধা বাড়িয়েছেন। সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই মনে করছেন, ভূমিকম্পের আঘাতও সামলে নিয়েছেন এরদোয়ান। এবারের নির্বাচনে মূলত প্রবীণ ও মধ্যবয়স্কদের সঙ্গে তরুণ ভোটারদের মধ্যে লড়াই হবে। প্রবীণ ও মধ্যবয়স্কদের মধ্যে এরদোয়ানের জনপ্রিয়তা বেশি। ওদিকে তরুণেরা ভিড়ছেন কামাল কিলিচদারোগলুর ডেরায়। আবার নারী ভোটদের মধ্যে এরদোয়ানের জনপ্রিয়তা বেশি। কামালপন্থীরা স্বীকার করেছেন, ১১ মিলিয়ন নারী ভোটার নির্বাচনে ব্যবধান গড়ে দিতে পারেন। এই নারী ভোটাররা কামালের জন্য মাথাব্যথার কারণ হতে পারেন। এ ছাড়া গ্রামীণ রক্ষণশীল সমাজে এরদোয়ানের শক্ত অবস্থান রয়েছে।

কিন্তু বিভিন্ন জরিপের আভাস হচ্ছে, এরদোয়ানের শক্ত অবস্থান ভেঙে এবার কামাল বেরিয়ে আসতে পারেন। শেষ মুহূর্তে রিপাবলিকান পিপলস পার্টির গতবারের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মুহাররেম ইনচের প্রার্থিতা প্রত্যাহারে সুবিধা পেতে পারেন কামাল। কিন্তু ইনচের ভোটররা কামালকে ভোট না-ও দিতে পারেন। কারণ, কামালের সঙ্গে কুর্দিশ রাজনৈতিক পিকেকের সঙ্গে সখ্য রয়েছে। অনানুষ্ঠানিকভাবে কুর্দি দল হেদেপে কামালের জোটেই রয়েছে। পিকেকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অভিযোগে এই দলের প্রধান সালাউদ্দিন দেমিরতেস জেলে আছেন। এরদোয়ান ক্ষমতায় থাকলে দেমিরতেসের মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই পিকেকের সমর্থকেরা কামালকে ভোট দিতে পারেন। আবার কামাল পিকেকের ভোট পাচ্ছেন বা পিকেকের সঙ্গে সখ্য রয়েছে, তা প্রমাণ করতে পারলে তুর্কিরা খেপে যাবেন। ইনচে নিজেই কুর্দি বা পিকেকেবিরোধী বলে পরিচিত। ফলে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করলেও কামাল ইনচের সব সমর্থকের ভোট পাবেন না। এরদোয়ানও এর সুযোগ নিচ্ছেন। প্রতিটি সমাবেশেই কামালের সঙ্গে পিকেকের সখ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এর পাশাপাশি এরদোয়ান রক্ষণশীলদের ভোট কবজা করতে চাইছেন কামালের একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। এরদোয়ান অভিযোগ করছেন, কামাল জিতে গেলে তুরস্কের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে। তরুণেরা রাস্তায় বসে মদ পান করবে। কারণ, কামাল নির্বাচনী সমাবেশগুলোতে বলেছেন, তিনি তরুণদের ইউরোপের জীবন দিতে চান। তরুণদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'তোমরা রাস্তায় যা করতে চাও, তাই করতে পারবে।'

কামাল কিলিচদারোগলুর নেতৃত্বাধীন জোটকে পশ্চিমা গণমাধ্যম উদার ও আধুনিক জোট বলে প্রচার করলেও এই জোটের বিরুদ্ধে জেনোফোবিক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। খোদ কামাল কিলিচদারোগলুর প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, তিনি জিতলে দুই বছরের মধ্যে সিরিয়ান উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাবেন। তাঁর ঘোষণার কারণে শুধু সিরিয়ান উদ্বাস্তুরাই না, ইরাকি ও ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তুরাও ঝুঁকির মধ্যে পতিত হবেন। আঙ্কারাসহ বিভিন্ন শহরে কামালের রিপাবলিকান পিপলস পার্টির কট্টর সমর্থকেরা বিদেশিদের ধরে ধরে নাম-পরিচয় জানতে চান। কারণ, কট্টর জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন, উদ্বাস্তু ও বিদেশিদের কারণে তুরস্কের অর্থনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। তাঁদের তুরস্ক থেকে বের করে দেওয়া উচিত বলে তাঁরা প্রচারণা চালাচ্ছেন।

জানা অজানা

সময় বদলায় নি আমরা বদলে গেছি

সুনীল কুমার দে

সময় অর্থাৎ কাল।পুরো সৃষ্টি এই কালের অধীন।সময়ের ইশারায় পুরো জগত চলছে।সৃষ্টি,স্থিতি ও প্রলয় সবই কালের অধীন।আজকাল অনেককেই বলতে শুনি সময় বদলে গেছে তাই সময়ের তালে আমাদের কে ও বদলাতে হবে।কিন্তু আজও সূর্য পূর্ব দিকে উঠে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।আজও সময় মতো গ্রীষ্ম,বর্ষা, শরত,হেমন্ত,শীত ও বসন্ত ঋতু আসে।আজও গাছে গাছে ফুল ফোটে,ফল ধরে।আজও বিভিন্ন পশু ও পাখিদের ডাক শুনতে পাওয়া যায়।আজও মানুষের গর্ভে মানুষ ও পশুর গর্ভে পশু জন্মায়।আজও মানুষ শোনিত ও শুক্রের মধ্য দিয়ে মাতৃ গর্ভে অবস্থান করে,দশ মাস দশ দিন পরে ভূমিষ্ট হয়,মাতৃ দুগ্ধ পান করে বড় হয়,বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধ অবস্থা পার করে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।আজও নদী সাগরের দিকে ছুটে যায় মিলনের জন্য।সব কিছুই হচ্ছে ঠিক সময়ে ও সময়ের ইশারায়।তাহলে সময় বদলালো কিভাবে।

আসলে সময় বদলায় নি আমরা বদলে গেছি।আমাদের চিন্তা ভাবনা বদলে গেছে।আমাদের আচার আচরণ বদলে গেছে।আমাদের রুচি বদলে গেছে।আমাদের খাওয়া দাওয়া,পোশাক, পরিচ্ছদ বদলে গেছে।আমরা সময়ের দোহাই দিয়ে ও বদলানোর নাম করে আমরা আমাদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে ভুলতে বসেছি।মা,বাবাকে মোম ও ডেড করে দিয়েছি,শরীর থেকে কাপড় খুলতে শুরু করেছি,সপরিবারে একসাথে মিলে মদ খেতে শুরু করেছি। পার্টি,বিয়ে,শ্রাদ্ধের নামে মদ মাংস খেয়ে গলা জড়িয়ে নির্লজ্য হয়ে নাচতে শিখেছি।মধুর সম্মন্ধ গুলো কে ভুলে অবাধ যৌনাচার করছি,বিয়ের আগেই সন্তান উৎপাদন করার নোংরা কাজ করছি।কোর্ট,কাচারী,অফিস আদালতে কাজের বিনিময়ে সরাসরি ঘুষ নিচ্ছি।সরকারি প্রতিটি কাজে কমিশন খাচ্ছি।আধুনিকতার নামে ও সভ্যতার নামে নোংরামি করছি।এর নাম কি সময় বদলে যাওয়া।এর নাম কি সময়ের সাথে চলা।না,সময়ের কোনো দোষ নেই।সব দোষ আমাদের।আমরা আজ যদি সবাই বদলে যাই,সবাই ভালো হয়ে যাই,নিজেদের চরিত্র গুলো কে শুধার করি, চিন্তা ভাবনা,আচার বিচার গুলো কে ভালো করি,নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব গুলোকে সঠিক ভাবে পালন করি তাহলে দেখবেন ঘর,পরিবার,সমাজ ও দেশ সব বদলে যাবে।সব কিছু সুন্দর হয়ে যাবে।

পাঠকের চিঠি

পচা আলুর ক্ষমতা বেশি তাই ওকে বোরা থেকে বাদ দিতে হবে

আলুর বোরা তে একটি যদি পচা আলু থাকে তাহলে ধীরে ধীরে পুরো আলু বোরা কে নষ্ট করে ফেলে কারন তার ক্ষমতা অনেক বেশি ও তার কাজ ই হলো পচন ধরানো তাই বোরা টি বাঁচানোর জন্য সেই পচা আলু কে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ বোরা থেকে বের করে নর্দমায় ফেলে দিতে হবে নইলে দুর্গন্ধ ছড়াবে ও বাতাবরণ কে দূষিত করবে।সমাজে কিছু লোক পচা আলুর মতো আছে যাদের কাজ ই হলো পরিবেশ দূষিত করা ও দুর্গন্ধ ছড়ানো।তারা ভালো কাজ করে না ও করতে দেয় না।যে করে তাকে বাধা দেয়।তার বদনাম করে,নিন্দা করে ও তার নামে কুৎসা রটায়।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলতেন,,,বাঘেও নারায়ণ আছে তাবলে কি বাঘের কাছে যাবি,বাঘ কে দূর থেকে প্রণাম করবি নইলে সে হিংসা করতে ছাড়বে না কারণ হিংসা হলো তার স্বভাব।তাই দুষ্ট লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত।যারা গুড়ে বালি দেয়,মিষ্টিতে নিম দেয়,ধুম নাচে মাদল ভাঙে তাদের বর্জন করা উচিত।তাদের কে দূর থেকে প্রণাম করা উচিত।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

শ্রী শ্রীর জন্মদিনে রামের বনবাসের কাহিনী

রাঁচি। মঞ্চের একপাশে সঙ্গীত শিল্পীরা উচ্চকণ্ঠে সুর তুলছেন, আর মঞ্চের ঠিক মাঝখানে দশ জন মহিলা ও পুরুষ গানের সুরে সংলাপ বলছেন। সকলেরই পরনে পারম্পরিক বেশভূষা। এই দৃশ্য শনিবার দেখা যায় সিসিএল এর প্রেক্ষাগৃহে। এর পৃষ্ঠভূমি ছিল অধ্যাত্মিক গুরু শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের ৬৭তম জন্মদিন পালন। ঝাড়খন্ডের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি রাঁচিতেও তাঁর অনুগামীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। শ্রীশ্রীর প্রতিষ্ঠিত আর্ট অফ লিভিং এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জনসেবামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে তাঁর আদর্শকে প্রচার ধরা হয়। রাঁচির বিভিন্ন কেন্দ্রেও গুরুপূজা এবং সুদর্শন ক্রিয়া আয়োজিত হয়। রাকেশ ভ্রমর এবং সুমিত সেন্ট্রাল কোলফিল্ডস্ লিমিটেডের কনভেনশন সেন্টারে ধ্যানাভ্যাস করান। জেল রোডের রাজ্য যোগ কেন্দ্রে গৌতম বিভু ভক্তদের সাথে কেট কেটে গুরুর জন্মদিন পালন করেন। কাঁকের হ্যাপিনেস সেন্টারে সকালে সুদর্শন ক্রিয়ার আয়োজন করা হয়। সংস্থার প্রধান কার্যালয় ব্যাঙ্গালুরুর ব্যক্তি বিকাস কেন্দ্রের সভাপতি প্রসন্না প্রভু এবং রাজ্যসভা সাংসদ মহেশ পোদ্দার খুঁটি জেলার কুদরী গ্রামে শ্রী শ্রী কৌশল বিকাশ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও রাঁচি থেকে খুঁটি যাওয়ার রাস্তায় যোগ ধ্যান কেন্দ্র এবং শ্রী শ্রী জ্ঞান মন্দিরেরও উদ্বোধন করেন তাঁরা। শহরের ডোরান্ডা, আপার বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় জনসেবামূলক কাজকর্ম এবং ধ্যান করান সংস্থার কর্মকর্তারা।

এদিন সন্ধ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল ব্যাঙ্গালুরুর শিল্পীদের সঙ্গীতালেখ্য রাম ললা কি মাতা অর্থাৎ রামের মা।

সিসিএল এর প্রেক্ষাগৃহে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। পঙ্কজমণি নির্দেশিত নাটকে রাম নামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা হয়। খুবই সহজ ভাষা ও সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে দেখানো হয় আসমুদ্র হিমাচলে রাম ঈশ্বর রূপে কেন পূজিত হন। এছাড়াও কৈকেয়ী ও মন্থরার ভুমিকার সদর্থক ব্যাখ্যাও নাটকের মূল অংশ ছিল। নাটকের শুরুতে হাস্য ও ব্যাঙ্গ থাকায় সকলে খুবই উপভোগ করেন। পথ নাটিকার আদলে তৈরী নাটকটিতে হিন্দীর পাশাপাশি প্রচুর বাংলা সংলাপের ব্যাবহার ছিল। মঞ্চে কলাকুশলীদের সাথে সঙ্গীত শিল্পী ও বাজনদারের উপস্থিতি ছিল। দেশীয় পদ্ধতিতে এক একজন অভিনেতা অভিনেত্রী তাঁদের সংলাপ বলে অপরজনদের জায়গা করে দিচ্ছিলেন। এক কথায় আড়ম্বরহীন প্রস্তুতি কিন্তু উপস্থাপনার জন্য নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়। কিভাবে দেবতাদের কথায় কৈকেয়ী ও মন্থরা তাঁদের প্রিয় রামের বিরূদ্ধাচারণ করেন ও রামকে সর্বজনপ্রিয় রাজা হয়ে উঠতে সাহায্য করেন, সেই ঘটনার বিবরণ সহজভাবে দেখানো হয়। অনুষ্ঠাটিকে সাফল্যমন্ডিত করতে বিকে সিন্‌হা, কুমুদ ঝা, আরপি বর্ণওয়াল, সুনীল গুপ্তা, পীএন সিংহ, সাধ্বী আত্মস্বরূপা, সবিতা সিংহ, যুথিকা ডেভিড, ইন্দিরা সিংহ, সুমিতা, শবনম, উজ্জ্বল ভাস্কর, ঋষি শাহদেব ও অন্যান্যদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

শিশু নির্যাতনকারী ডাঃ সুঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী উৎপলা বোসের পাশাপাশি দুই আশা কর্মী লাল বানু নেসা এবং সুবেরা গ্রেফতার

মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সহকর্মীকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত, বহু নতুন নতুন তথ্যের উদঘাটন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গুয়াহাটি মহানগরের ভয়াবহ ডাক্তার দম্পতির শিশুর নির্যাতনের মামলাটি বর্তমান অবৈধ শিশুর পাচারের মামলায় ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছে। অনেকটা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার মতন বিষয়। ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী উৎপলা বোস পুলিশের হেফাজতে আসার পর থেকেই এক এক করে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার হয়েছে। তাকে জেরা করে ইতিমধ্যে লাল বানু নেসা এবং সুবেরা নামের দুই আশা কর্মীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এবার গ্রেফতার হওয়া তিন মহিলাকে ব্যাপকভাবে জেরা করে পুলিশ নতুন তথ্য বের করে আনার প্রয়াস করছে। স্বনামধন্য, খ্যাতনামা ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে গ্রেফতারের পর থেকেই নির্যাতন করা চার বছরের শিশু দুটির আগমনের হদিস খুঁজে বের করার চেষ্টায় ছিল পুলিশ। এক্ষেত্রে ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে বিশেষভাবে জেরা করলেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তিনি পুলিশকে বারংবার এক কথাই বলেছেন যে সেই দুটি যমজ শিশু এবং একজন মহিলা তাকে সেই শিশু দুটি দিয়েছেন। তবে সেই মহিলাকে তিনি চেনেন না বলে পুলিশকে ভুল পথে পরিচালিত করছিলেন এই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তবে পুলিশ নিজেদের সন্ধানে তার এক সহকর্মী উৎপলা বোসের নাম জানতে পেরেছিল। কিন্তু এই যুবতীকে গ্রেফতার করার আগেই তিনি রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যান। সে যুবতীর সন্ধানে পুলিশ ব্যাপক অভিযান শুরু করে দিয়েছিল। এমনকি সেই যুবতীর ভাতৃ তথা গুয়াহাটির একটি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের সাংবাদিককে গ্রেফতার করে তাকে জেরা করেছিল পুলিশ। কিন্তু সেই যুবতীর সন্ধান না পেয়ে অবশেষে এই সাংবাদিককে মুক্ত করে দেওয়া হয়। অবশেষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে গুয়াহাটি মহানগরের পল্টন বাজার থানায় আত্মসমর্পণ করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সহকর্মী উৎপলা বোস। অবশেষে তাকে পানবাজার মহিলা থানায় এনে ব্যাপক জেরা করা হয়। শনিবার গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা স্বয়ং এই যুবতীকে জেরা করেছেন বলে জানা গেছে। পুলিশের জেরায় বহু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। সেই শিশু দুটি যমজ নয় সেটাও জানা গেছে। উৎপলা বোসকে জেরা করে ধীরেন পাড়ার আশা কর্মী লাল বানু নেসা এবং পান্ডুর আশা কর্মী সুবেরাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। দুইজনকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে যে এই দুই আশা কর্মী বরপেটা থেকে মার মৃত্যুর পর সেই মেয়ে শিশুকে নিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া ছেলে শিশুটি মা নেপালি সম্প্রদায়ের এক মহিলা তাদের কাছে বিক্রি করেছেন। এই দুই আশা কর্মী ছেলে ও মেয়ে শিশু দুটিকে উৎপলা বোসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। একইভাবে উৎপলা বোস শিশু দুটিকে ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের হাতের সামঝে দিয়েছিলেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। তাদের জেরা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে বহু নতুন তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ। উল্লেখ্য ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী উৎপলা বোস গুয়াহাটি মহানগরের লাল গণেশ এলাকায় একটি ভাড়া বাড়ি নিয়ে সারোগেসি সংক্রান্তে একটি সেন্টার চালিয়েছেন। সেই সময়ই তার মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশ শনিবার উৎপলা বোসকে আদালতে হাজির করিয়েছিল। আদালত তাকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে এই যুবতীর ভাতৃ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাছাড়া তাকে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে পুলিশ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেন এই সাংবাদিক। অন্যদিকে আগামীকাল থেকে নিরাপদে শিশু গৃহে থাকা ডাক্তার দম্পতির শারীরিক অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতনের ভুক্তভোগী শিশু দুটির কাউন্সিলিং শুরু হবে বলে জানা গেছে। তবে অসহায় শিশু দুটি আজও ডাক্তার দম্পতির সেই বিভীষিকাময় রোমা এন্ডক্লেভের স্মৃতি ভুলতে পারেনি। তাদের কোথাও বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হলেই শিশু দুটি চমকে যায়। তাদের রোমা এন্ডক্লেভে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে শিশু দুটি। অবশেষে শিশু দুটিকে বোঝানো হয় যে তাদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই ভয়াবহ রোমা এন্ডক্লেভে নয়।

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পূর্বানুমান বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

২০২৪ সালে এর কোনো প্রভাব পড়বে না, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপ্রতিরোধ্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারের পরেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে কংগ্রেস। তবে এই ফলাফলের পূর্বানুমান ছিল বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কর্নাটকের নির্বাচনের ফলাফল আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারবে না। কারণ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপ্রতিরোধ্য হয়ে থাকবেন বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য উত্তর পূর্বের তিনটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে হতাশজনক ফলাফল প্রদর্শন করার পর অবশেষে কর্নাটকে মুখ রক্ষা করতে পেরেছে কংগ্রেস। প্রকাশিত নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী দলটি বর্তমান কর্ণাটকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। তবে এই ফলাফলকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন বিজেপি অনবরতভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করার নজির রয়েছে। অবশেষে কংগ্রেস একটি নির্বাচনে জেতার সুযোগ পেয়েছে। নির্বাচনে হারজিত হয়ে থাকে। কর্নাটকে কংগ্রেসের জয়লাভ নতুন বিষয় নয়। এর আগেও কংগ্রেস এই রাজ্যে জিতেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এর ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এভাবে কর্নাটকে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। একইভাবে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পুনরায় কংগ্রেস কর্নাটকে জয়লাভ করলেও পরে অবশ্য সেখানে বিজেপি সরকার গঠন হয়েছিল। গত দুই তিন মাস থেকেই বিভিন্ন সমীক্ষা তথা নানা সূত্র অনুযায়ী কংগ্রেস কর্নাটকে জেতার পজিশনে রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছিল। ফলে কংগ্রেসের এই জয় পূর্বানুমান ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কর্ণাটকের নির্বাচনে সফল হওয়ার পর কংগ্রেস আনন্দ উৎসব করছে। আগেও কর্ণাটকের নির্বাচনে জয়ী হয়ে কংগ্রেস সেটা করেছে। নৌকা না পেয়ে কলা গাছের ভেলাতে হলেও চেপে বসে ডুবন্ত কংগ্রেস রক্ষা পেয়েছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান যে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের কোনো প্রভাব লোকসভায় পড়বেনা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী ফেরে একবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হবেন। উল্লেখ্য এবারের কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির স্টার ক্যাম্পেনার হিসাবে ব্যাপক প্রচারে জড়িত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তবে কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রচার করা অধিকাংশ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করেছে বলেও মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পদযাত্রা আবীর খেলা কংগ্রেসের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ¯ কর্নাটক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে জাতীয় কংগ্রেস । সেই জয়ের খুশিতে শনিবার বিকালে সিউড়ি শহরে পদযাত্রা আবীর খেলা পথসভা করলো জাতীয় কংগ্রেস । সিউড়ি রবীন্দ্রপল্লী কার্যালয় থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে বাসস্ট্যান্ডে শেষ হয় । তারপর পথসভা করা হয় । জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি চঞ্চল চ্যাটাজী বলেন, এই জয় মানুষের জয় । রাহুল গান্ধীর পদযাত্রার জয় । চব্বিশ সালের নির্বাচনের সূচনা হয়ে গেল । চব্বিশে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে বিজেপিকে পদচ্যুত করে আমরা সরকার গঠন করবো এই বিষয়ে আমরা চূড়ান্ত আশাবাদী ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মৃত দুই শ্রমিক ভাই দেহ আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

রেঙ্গুনা (নিজস্ব প্রতিনিধি) ¯ রবিবার চোদ্দো মে সকালে সাহাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত রেঙ্গুনা গ্রামে ধান ঝাড়াই মেশিনের সঙ্গে বিদ্যুতবাহী তারের সংস্পর্শে তড়িদাহত হয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত দুই শ্রমিক ভাই । মৃতরা হলো ¯ হরিয়ানা রাজ্যের বিকাশ তোমর এবং বিষ্ণু তোমর । জখম একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । বিদ্যুতবাহী তার অত্যনত নিচু হওয়ার ফলে দুর্ঘটনা । বারবার বিদ্যুতদপ্তরকে বলা সত্ত্বেও ব্যবসথা করে নি অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । ঘটনাস্থলে যায় সদাইপুর থানার পুলিশ । মৃতদেহ তুলতে গেলে পুলিশকে লাঠি নিয়ে তাড়া করে গ্রামবাসীরা । পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে । গ্রামবাসী শেখ শরিফ বলে, একটা ক্ষোভ ছিল সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে । কাউকে মারধর করা হয় নি ।

দায়িত্ব নেবার দুই বছরে ৬০ হাজার বিঘা সরকারি জমি বেদখলমুক্ত করা হয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অতি শীঘ্রই ওরাং বনাঞ্চলের ২১ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করার স্বার্থে উচ্ছেদ অভিযান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত ১০ মে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন করেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই তিনি একটি কথা বারংবার ঘোষণা করে চলেছেন, রাজ্যে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দুই বছরের কার্যকালে রাজ্যের ৬০ হাজার বিঘা সরকারি জমি বেদখলমুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রায় ১৬ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করা বুড়াচাপরি বনাঞ্চলে সফর করে অতি শীঘ্রই ওরাং বনাঞ্চলের ২১ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করার স্বার্থে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উল্লেখ্য গত ফেব্রুয়ারি মাসে বুড়াচাপরি বনাঞ্চলে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে প্রায় ১৬ হাজার বিঘা জমি বেদখলমুক্ত করা হয়েছিল। শনিবার তিনি বুড়াচাপরি বনাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় গাড়িতে বসে ধুলো উড়িয়ে ঘোরাঘুরি করেছেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন এলাকার জমি বেদখল মুক্ত করার পর কিভাবে সম্পূর্ণ এলাকা সবুজময় হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। এই সবুজময় এলাকায় বন্যপ্রাণীরা কিভাবে অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে সেক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সেটার বিষয়ে বন বিভাগের শীর্ষকর্তাদের পাশাপাশি জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আশ্চর্যকর এটাই বিষয় যে এই এলাকার ১৬ হাজার বিঘা জমি ১৬০০ ব্যক্তি দখল করে বসেছিলেন। অর্থাৎ জনপ্রতি কত বিঘা করে জমি ছিল সেটা চিন্তা করলে আশ্চর্যকর অনুভব হয়। বড় বড় জমিদারের কাছেও এতো জমি থাকে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সাধ্য অনুসারে যতটুকু করা যায় সেটা করছে সরকার। এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার বিঘা সরকারি জমি বেদখলমুক্ত করা হয়েছে। কাজিরাঙ্গা থেকে ওরাং পর্যন্ত বাঘ, হাতি চলাফেরা করার রাস্তা ছিল। কিন্তু সেখানে গন্ডার মেরে বাঘ হত্যা করে যদি মানুষ ঢুকে পড়ে সেটা কোনো ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। কখনো তিনটা গন্ডার হত্যা করা হয়েছে, কখনো ৪০ টা। এর ইতিহাস ভয়াবহ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তার এদিনের সফরে তিনি যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে বন বিভাগ। তবে বুড়াচাপরির পর এবার তার পরবর্তী লক্ষ্য ওরাং বনাঞ্চল বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শর্মা।

তিনি জানান ওরাং বনাঞ্চলের ২১ হাজার বিঘা জমি বেদখল হয়ে রয়েছে। ফলে এবার ওরাং বনাঞ্চলের বেদখল হয়ে থাকা জমি মুক্ত করতে পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার। এর ফলে কাজিরাঙ্গা থেকে বুড়াচাপরি হয়ে ওরাং বনাঞ্চল পর্যন্ত জীবজন্তুরা অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। এক্ষেত্রে যেটা জীবজন্তুদের জন্য পরম্পরাগত রাস্তা রয়েছে সেটা মুক্ত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হবে। ফলে ওরাং বনাঞ্চলের জমি যারা বেদখল করে রয়েছেন তাদের জন্য এক বিশেষ বার্তা প্রেরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন যারা এভাবে ওরাং বনাঞ্চলের জমি বেদখল করে রেখেছেন তারা যেন নিজেরাই সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। সেই বনাঞ্চল থেকে ফিরে এসে প্রত্যেকেই নিজেদের নিজেদের জেলায় ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি মুখ্যমন্ত্রী বলেন নিজেদের জায়গায় ফিরে গিয়ে জেলাশাসকের কাছে জমির জন্য আবেদন করতে পারেন তারা। যাদের জমি নেই তাদের অবশ্যই সরকারি জমির জন্য আবেদন করা উচিত। এক্ষেত্রে যেভাবে সম্ভব জেলা শাসকরা সাহায্য করবেন। তবে বনাঞ্চল পরিত্যাগ না করলে উচ্ছেদের রাস্তা নিতে হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন বনাঞ্চলের জমি দখল করা উচিত নয়। জাতি ধর্মভাষা নির্বিশেষে কোন ব্যক্তি যাতে বনাঞ্চলের জমি দখল করতে না পারে সেক্ষেত্রে নজর রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সরকারি জমিও বেদখল করা উচিত নয়। জমি না থাকলে সরকারের কাছে আবেদন করলেই হবে, এটা বলে যে জমি নেই। এরপর সরকার নিশ্চিতভাবে সেই আবেদনের নিষ্পত্তি করে দেবে। কিন্তু জোর করে এভাবে জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে। এক একজন ব্যক্তি ২০০ বিঘা কিংবা দেড়শ বিঘা জমি বেদখল করে ছিলেন। এটা কোনো নিয়ম হতে পারে না। তিনি জানান জেলাশাসক দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বুড়াচাপরির পাশের রাজস্ব গ্রামে বহু সরকারি জমি রয়েছে। ফলে সেখানে উচ্ছেদিত ১৮৫ টি পরিবারের পুনর্বাসন করা যেতে পারে। এতে তার কোনো আপত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদি এই উচ্ছেদিত ব্যক্তিদের কাগজপত্র সঠিক রয়েছে কিংবা অসমের অন্যান্য জেলায় তাদের কোনো জমি নেই তাহলে স্থানীয় বিধায়ক এক্ষেত্রে প্রয়োজেনীয় পদক্ষেপ নেবেন। সরকার বিষয়টিতে সাহায্য করে দেবে। প্রথমে ৬০০ টি পরিবার ছিল। কিন্তু সেটা কমে কমে বর্তমান ১৮৫ টি পরিবারে সীমিত হয়েছে। কোথাও না কোথাও তাদের আসল জমি রয়েছে। নিজেদের জমি। ফলে সেখানে ফিরে গেলেই হলো। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই পরিবার গুলো সেটাও করেনি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বিব্রতকর রেকর্ড গড়ে কোহলিদের কাছে বিধ্বস্ত বাটলাররা

জয়পুর (ওয়েবডেস্ক) ঃ ফাফ ডু প্লেসি বিরাট কোহলিরাও হয়তো সতীর্থ বোলারদের থেকে এতটা আশা করেননি। তবে রাজস্থান রয়্যালস ৩১ রানে ৬ উইকেট হারানোর পর নিশ্চয় মোহাম্মদ সিরাজ ওয়েন পারনেলদের কাছে আরও ভালো বোলিংয়ের প্রত্যাশায় ছিলেন! আইপিএল ইতিহাসে সর্বনিম্ন রানে অলআউট হওয়ার রেকর্ড যে কোহলি ডু প্লেসিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর! ২০১৭ সালে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ৪৯ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল বেঙ্গালুরু। ব্রিবতকর সেই রেকর্ড থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সুযোগ মিলেছিল আজ। কিন্তু অল্পের জন্য হলো না। বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে জস বাটলার সঞ্জু স্যামসনদের রাজস্থান অলআউট হয়েছে ৫৯ রানে যা আইপিএল ইতিহাসের তৃতীয় সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। জয়পুরের সাওয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ১৭১ রান তোলা বেঙ্গালুরু জিতেছে ১১২ রানের বিশাল ব্যবধানে। আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহটাও রাজস্থানের। ২০০৯ সালে এই বেঙ্গালুরুর বিপক্ষেই ৫৮ রানে অলআউট হয়েছিল তারা। ভারতে লোকসভা নির্বাচনের কারণে সেবার টুর্নামেন্ট হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়।
দুর্দান্ত এ জয়ে নেট রান রেটে অনেক এগিয়ে গিয়ে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে উঠে এসেছে বেঙ্গালুরু। রাজস্থান নেমে গেছে ছয়ে। দুদলেরই পয়েন্ট সমান ১২ করে। তবে বেঙ্গালুরু রাজস্থানের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলেছে।

চেলসি কোচের দায়িত্ব নিচ্ছেন পচেত্তিনো

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ঘন ঘন পরিবর্তনের কারণে চেলসি কোচের পদকে মনে করা হয় সবচেয়ে উত্তপ্ত চেয়ার। এবার সেই চেয়ারে বসতে যাচ্ছেন মরিসিও পচেত্তিনো। ৫১ বছর বয়সী এই আর্জেন্টাইন কোচ চেলসি কোচ হতে সম্মতি দিয়েছেন বলে সূত্র থেকে নিশ্চিত হয়েছে ইএসপিএন ও বিবিসি। কিছু দিনের মধ্যে তাঁকে কোচ হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে চেলসি। তখনই জানা যাবে, কত দিনের চুক্তি হচ্ছে দুই পক্ষের। গত কয়েক বছরের চেলসি কোচদের ক্ষেত্রে অবশ্য চুক্তির মেয়াদ বিশেষ গুরুত্ব বহন করেনি। যাঁর মেয়াদ যেমনই ছিল, কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করায় আগেভাগেই বিদায় নিতে হয়েছে। পচেত্তিনো হতে যাচ্ছেন গত পাঁচ বছরের মধ্যে চেলসির ষষ্ঠ কোচ। চলতি ২০২২-২৩ মৌসুমের শুরুতে চেলসির কোচ ছিলেন টমাস টুখেল। সেপ্টেম্বরে জার্মান এই কোচকে বিদায় করে গ্রাহাম পটারকে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আর যাই হোক, অন্তত প্রথম বছর তাঁর চাকরি অক্ষত থাকবে বলে আশ্বস্ত করার খবরও শোনা গিয়েছিল তখন। কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্সে চেলসি ভালো কিছু করতে না পারায় সাত মাসের মাথায় বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিয়ে পটারকে ছাঁটাই করে দেয় কর্তৃপক্ষ। মৌসুমের বাকি অংশের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে কাজ করছেন সাবেক খেলোয়াড় ও কোচ ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড। পটারের পর চেলসির নতুন কোচ হিসেবে আলোচনায় ছিলেন পচেত্তিনো, লুইস এনরিকে ও ইউলিয়ান নাগলসমান। শেষ পর্যন্ত সাবেক টটেনহাম কোচ পচেত্তিনোর সঙ্গেই আলোচনা সফল হয়েছে চেলসির। পচেত্তিনো ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত টটেনহামের ডাগআউটে ছিলেন। তাঁর অধীন একবার চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালেও জায়গা করে নেয় স্পারসরা। আর্জেন্টাইন এই কোচ সবশেষ কাজ করেছেন পিএসজিতে। চলতি মৌসুমে তিনি কোথাও কোচিং করাচ্ছেন না। ইএসপিএনের খবরে বলা হয়, পচেত্তিনো দায়িত্ব নেবেন আরও কয়েক সপ্তাহ পর। সামনের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে স্কোয়াড সাজানো নিয়ে কথা বলবেন চেলসির অন্যতম মালিক টড বোয়েলি ও বেহদাদ এঘবালির সঙ্গে। কিছু খেলোয়াড় কেনার পাশাপাশি বর্তমান কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়ার কাজও করতে হবে পচেত্তিনোকে। ধারে অন্য ক্লাবে থাকা খেলোয়াড় বাদেই চেলসির বর্তমান স্কোয়াড ৩১ জনের।

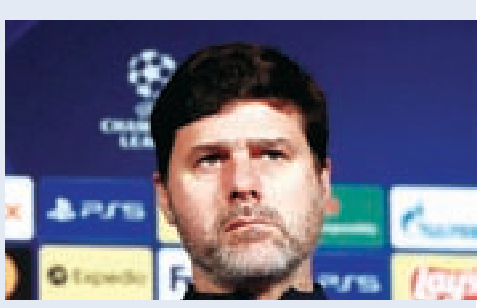

মেসির জন্য 'দুয়ো'র চেয়ে তালি বেশি ছিল, বললেন পিএসজি কোচ

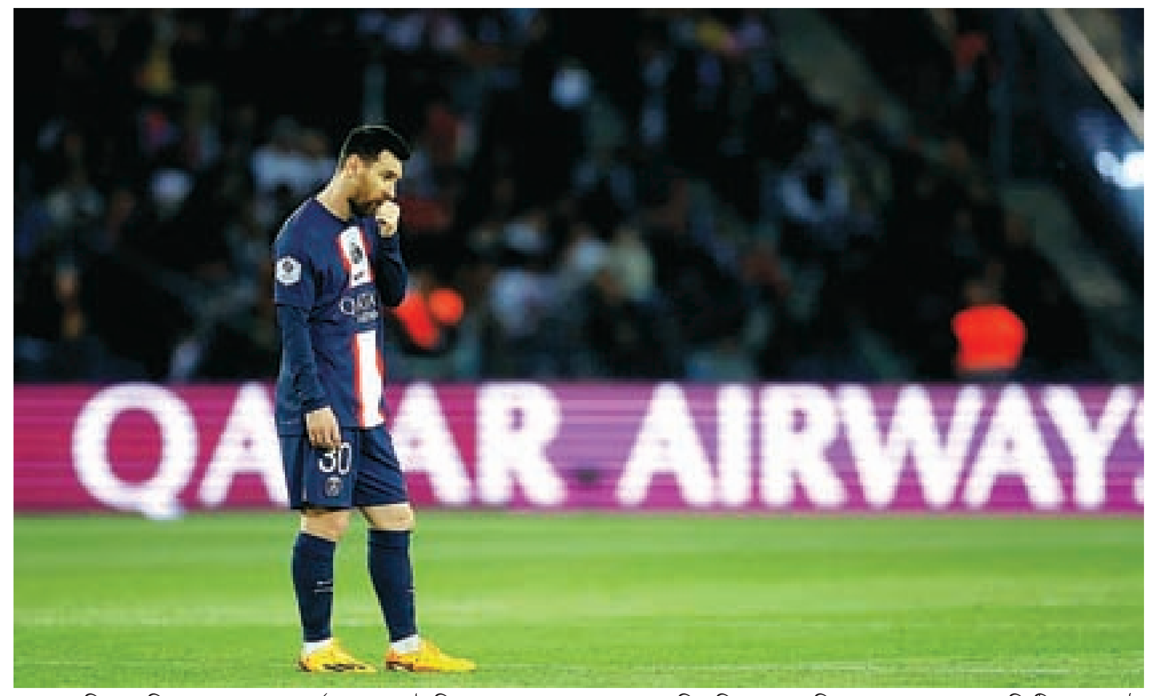

প্যারিস ঃ নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর লিওনেল মেসি ফিরেছেন ফ্রেঞ্চ লিগের ম্যাচে। গতকাল রাতে আজাকসিওর বিপক্ষে পিএসজির গোল উৎসবের ম্যাচেও তিনি প্যারিস সমর্থকদের মন পাননি। মেসির পায়ে বল যাওয়ার পর দুয়ো দিয়েছেন সমর্থকেরা। ক্লাবের অনুমতি ছাড়াই সৌদি আরবে যাওয়ায় সমর্থকদের একটি অংশের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছেন তিনি। এমনকি নিজের সৌদি সফর নিয়ে ক্ষমা চেয়েও পিএসজি সমর্থকদের ক্ষোভের হাত থেকে বাঁচতে পারছেন না। এর আগে নিষিদ্ধ হওয়ার পরদিন পিএসজি সমর্থকেরা তাঁকে 'ভাড়াটে খেলোয়াড়' বলে স্লোগান দিয়েছিলেন।
পিএসজিতে প্রায় দুই বছর ধরে আছেন মেসি। 'দুয়ো' অবশ্য তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। এর আগেও কয়েকবারই তিনি সমর্থকদের কাছ থেকে 'দুয়ো' শুনেছেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা দুবার শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে পিএসজি। সমর্থকেরা আগে থেকেই সন্তুষ্ট নয় তাঁর ওপর। চলতি বছর যা ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে।
সৌদি আরব যাওয়ার কারণে মেসিকে দুই সপ্তাহের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল চলতি মাসের শুরুতে। তবে এক সপ্তাহ শেষের আগেই মেসিকে অনুশীলনের অনুমতি দেয় পিএসজি। এর মধ্যেই খবর বেরিয়েছে, মেসি নাকি সৌদি আরবের একটি ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। যদিও মেসির ঘনিষ্ঠজনেরা সেটি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই এ ধরনের সংবাদ পিএসজি সমর্থকদের বিরক্তির বড় কারণ। আজাকসিওর বিপক্ষে ম্যাচে সমর্থকেরা যে মেসিকে দুয়ো দিয়েছেন, সেটি ম্যাচ শেষে ক্রিস্তফ গালতিয়েরের কথায়ও উঠে আসে। তবে পিএসজি কোচ ব্যাপারটা দেখছেন ভিন্নভাবে। তাঁর দাবি, মেসি দুয়োর চেয়ে হাত তালিই বেশি পেয়েছেন, 'হ্যাঁ, মেসি যখন বল ধরেছে, তখন গ্যালারি থেকে কিছু হুইসেলের শব্দ পাওয়া গেছে। তবে সেটি ক্ষণিকের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারির বাকি অংশ হাত তালি দিয়ে সেই হুইসেলের আওয়াজ ঢেকে দিয়েছে।' গত কয়েক দিনে মেসির ওপর দিয়ে রীতিমতো ঝড়ই বয়ে গেছে। সৌদি ভ্রমণ নিয়ে বিতর্ক, ক্লাবের নিষেধাজ্ঞা, ইনস্টাগ্রামে ক্ষমা চাওয়া, সৌদি আরবের ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ, সেটি অস্বীকার ঝড়ই তো। কিন্তু কাল আজাকসিওর বিপক্ষে মেসিকে দারুণ মনোযোগীই দেখেছেন গালতিয়ের, 'আমি যেটা দেখলাম, মেসি ম্যাচে খুবই মনোযোগী ছিল। দলের আক্রমণ তৈরিতেও সে দুর্দান্ত ছিল। সে দলকে খেলিয়েছে, অনেক সুযোগ তৈরি করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।'
এমন পরিস্থিতি মেসির জন্য নতুন কিছু নয় বলেই মনে করেন পিএসজি কোচ, 'আমার মনে হয়, সে এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত। সে তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ারে এমন পরিস্থিতিতে অনেক পড়েছে। তবে আমি আবার বলতে চাই, মেসিকে দেওয়া প্রতিটি দুয়োই সমর্থকদের অনুপ্রেরণাদায়ী চিৎকারে ঢেকে গেছে।'
ম্যাচের শেষে মেসির পিএসজি সতীর্থ রেনাতো সানচেজ ও দানিলো পাহেইরা দুয়ো দেওয়া সমর্থকদের সমালোচনা করেছেন। সানচেজের মতে, 'ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুতই। এটি মেসির জন্য মেনে নেওয়া কঠিন, ক্লাবের জন্যও বিব্রতকর।' ক্যানাল প্লাস টিভি চ্যানেলকে দানিলো বলেছেন, 'আপনার সতীর্থ আপনারই দলের সমর্থকদের দুয়ো খাচ্ছে, এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন। কেউ যদি কাউকে 'দুয়ো' দেয়, এটা মনে রাখতে হবে, সে পুরো দলকেই 'দুয়ো' দিচ্ছে এটা মেনে নেওয়া কঠিন।'

৫ বছর আগে মাত্র ৪০ লাখ পাউন্ডে হলান্ডকে কিনতে পারত ইউনাইটেড

প্যারিস ঃ আর্লিং হলান্ডকে ২০১৮ সালেই কিনতে পারত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এমন খবর দেখে ইউনাইটেড ভক্তরা এখন মন খারাপ করতেই পারেন। হলান্ডকে কেনার প্রস্তাবটা ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে এসেছিলেন নরওয়েজীয় কোচ ওলে গুনার সুলশার। যিনি এই প্রস্তাব আনার ছয় মাস পর ইউনাইটেড কোচের দায়িত্ব নেন। সুলশার যখন 'রেড ডেভিল'দের হলান্ডকে কেনার পরামর্শ দেন, তখন ইউনাইটেডের কোচ ছিলেন জোসে মরিনিও। কিন্তু সে সময় সুলশারের প্রস্তাবে কেউ কান দেননি। এর কয়েক দিন পরই হলান্ড নাম লেখান অস্ট্রিয়ান ক্লাব সাল্‌জবুর্গে। যেখান থেকে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড হয়ে পরে ৬ কোটি ইউরো (৭০২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা) রিলিজ ক্লজে ম্যানচেস্টার সিটিতে আসেন হলান্ড। আর সিটিতে এসে চলতি মৌসুমে হলান্ড কী করছেন, সেই ইতিহাস তো সবারই জানা। একের পর রেকর্ড ভেঙে প্রিমিয়ার লিগের নতুন গল্প লিখে চলেছেন এই স্ট্রাইকার। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে হলান্ডের গোল এখন ৫১টি, এর মধ্যে প্রিমিয়ার লিগেই ৩৫টি। এমন কাউকে নামমাত্র দামে সুযোগ পেয়েও দলে না নেওয়ার আক্ষেপ নিশ্চয় ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষকেও পুড়িয়ে থাকবে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ইউনাইটেডের কোচ হয়ে আসেন ক্লাবেরই সাবেক ফুটবলার সুলশার। ২০২১ সালের নভেম্বরে ইউনাইটেড কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হন নরওয়ের এই কোচ। সম্প্রতি ইউনাইটেডের কাছে হলান্ডকে কেনার পরামর্শ দেওয়ার ঘটনা সামনে এনেছেন সুলশার। সে স্মৃতি মনে করে দ্য সানকে সুলশার বলেছেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার ৬ মাস আগে ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষকে ফোন করি, তাদের বলেছি আমি একজন স্ট্রাইকারকে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তারা আমার কথা শোনেনি। আমি তাদের কাছ থেকে হলান্ডের জন্য ৪ মিলিয়ন পাউন্ড (৫৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা) চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা এরপরও তাকে দলে ভেড়ায়নি।'

স্কুলে চাকরিরত ৩৬ হাজারের নিয়োগ বাতিল আদালতে

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগ, প্রশিক্ষণ না থাকলেও এদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। পর্ষদ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অতীতে এই নিয়োগ দুর্নীতির শুনানিতে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি ঢাকি সমেত বিসর্জন দিয়ে দেব।' সেই অনুযায়ী শুক্রবার তার নজিরবিহীন নির্দেশ। এই প্রথমবার এতজনের চাকরি একলপ্তে বাতিল করল আদালত। ২০১৬ সালে নিযুক্ত সাড়ে ৪২ হাজার শিক্ষকের মধ্যে বাতিল হয়ে গেল প্রশিক্ষণহীন ৩৬ হাজারের চাকরি। পদে থাকলেন মাত্র সাড়ে ৬ হাজার শিক্ষক।

৩৬ হাজার নিয়োগপ্রাপ্তের চাকরি বাতিল করলেও এখনই তাদের স্কুলছাড়া হতে হচ্ছে না। আগামী চারমাস তারা স্কুলে যেতে পারবেন। কিন্তু পূর্ণ সময়ের শিক্ষক হিসাবে নয়, তারা পার্শ্বশিক্ষকের মতো বেতন পাবেন। রায় দিতে গিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, নিয়োগ বাবদ খরচ সাবেক পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের কাছ থেকে তোলা হতে পারে!

নিয়োগ থেকে বঞ্চিত প্রশিক্ষণহীন চাকরিপ্রার্থীরা মামলা করেন হাইকোর্টে। তাদের বক্তব্য, তাদের থেকে কম নম্বর পেয়ে অনেক পরীক্ষার্থী নিয়োগ পেয়েছেন। এই পরীক্ষার্থীদেরও প্রশিক্ষণ নেই। তা হলে বেশি নম্বর পেয়েও তারা কেন বঞ্চিত হলেন?

মামলাকারীরা আদালতে নাম, নম্বর, র‍্যাঙ্ক ও অন্যান্য তথ্যসহ অপ্রশিক্ষিত প্রার্থীদের তালিকা জমা দেন। পরে পর্ষদের তালিকায় দেখা যায়, মামলাকারীদের অভিযোগ যথার্থ। নিয়োগ করার সময় ওই প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ ছিল না।

আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সভাপতি গৌতম পালের বক্তব্য, 'হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন করা হবে। ইতিমধ্যে আইনি পরামর্শ নেয়া শুরু হয়েছে। চাকরিরত ৩৬ হাজার শিক্ষকরা আর অপ্রশিক্ষিত নেই। এনসিটিই'র নির্দেশিকা অনুযায়ী দূরশিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া

হয়েছে।'

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। গৌতমের দাবি, 'বিশেষজ্ঞরা অ্যাপটিটিউড টেস্ট নিয়েছেন। তারাই নম্বর দিয়েছেন।' নিয়োগের দুই বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি সভাপতির। এদের ফের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় বসতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী চার মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সেরে ফেলার কথা বলেছেন তিনি।

পর্যবেক্ষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'কর্মপ্রার্থী ও নিয়োগপ্রাপ্তরা বলছেন অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেয়া হয়নি।চক ডাস্টার ছাড়া কীভাবে এই পরীক্ষা হয়ে গেল? তা হলে কী করে পর্ষদ বলছে যে টেস্ট হয়েছে?'

বিরোধীরা আদালতের রায়ের সূত্রে তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছে। বিজেপি নেতা, আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারির মন্তব্য, 'পর্ষদের আইনজীবী আদালতে বলছেন, অ্যাপটিটিউড টেস্টের বিষয়টি তার জানা নেই। অথচ পর্ষদ সভাপতি বলছেন যে টেস্ট নেয়া হয়েছে। আসলেনতুন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যেরই উত্তরসূরি।'' সাবেক পর্ষদ সভাপতি ও তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য নিয়োগ দুর্নীতিতে এখন জেলে। কারাগারে রয়েছেন তার স্ত্রী ও পুত্রও।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া, 'এতজন চাকরি হারালেন, এটা দেখে খারাপ লাগছে। এ বার যারা টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করুন।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর কটাক্ষ, 'দুর্নীতিতে পশ্চিমবঙ্গ গিনেস বুকে নাম তুলবে!' আদালত ও পর্ষদ আইনি লড়াইয়ে যুযুধান। তারই মধ্যে বিপুল সংখ্যক নিয়োগপ্রাপ্তের চাকরি বাতিল। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'এটা জেদাজেদির বিষয় নয়। এর জন্য কাউকে যেন বলি হতে না হয়।'

বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল হওয়ায় বিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পঠনপাঠনের পাশাপাশি মিড ডে মিলকে কেন্দ্র করে বড়সড় কর্মযজ্ঞ চলে প্রাথমিক স্কুলে। আদালতের নির্দেশে যে শিক্ষকরা এখন পার্শ্বশিক্ষক, অনেক কম বেতন পাবেন, তাদের দ্বারা স্কুল কীভাবে চলবে, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'পড়ুয়াদের যাতে ক্ষতি না হয়, সেটা মাথায় রাখতে হবে। যে ৩৬ হাজারের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাদের নিয়োগের সময় যোগ্যতা না থাকলেও পরে তারা তা অর্জন করেছেন। একজনেরও যাতে চাকরি বাতিল না হয়, সেটা রাজ্যকে দেখতে হবে। যারা পাশ করেও চাকরি পাননি, তাদেরও স্বচ্ছভাবে এখনই নিয়োগ করা হোক।'

স্কুলের মতো পুরসভার নিয়োগেও অনিয়মের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় শুক্রবার হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পুর নিয়োগের মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে রাজ্য। সিবিআই তদন্তের নির্দেশে সাময়িক স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত। রিভিউ পিটিশন দাখিল করতে বলে হাইকোর্টে। ইতিমধ্যে এই মামলার দায়িত্ব পান হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তিনি সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রেখেছেন।

৪ মাসে ৭৯ বাংলাদেশিকে ফেরত রোমানিয়ার

রোমানিয়া (ওয়েবডেস্ক)ঃ ২০২৩ সালের প্রথম চার মাসে ২৯৬ জন বিদেশি নাগরিককে নিজ দেশে 'ডিপোর্ট' বা ফেরত পাঠিয়েছে রোমানিয়া।

এই অভিবাসীদের মধ্যে ৭৯ জন বাংলাদেশি বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির অভিবাসন দপ্তর। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এসব অভিযান পরিচালনা করে রোমানিয়া পুলিশ ও অভিবাসন দপ্তর।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রোমানিয়া জেনারেল ইনস্পেক্টরেট ফর ইমিগ্রেশন জানায়, ফেরত পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে ২৭৩ জনকে রোমানিয়ার বিমানবন্দর থেকে বিমানযোগে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, ২৩ অভিবাসীকে ফ্রন্টেক্স অথবা রোমানিয়া পুলিশের তত্ত্বধানে নিজ দেশে পাঠানো হয়েছে। ফেরত পাঠানো ব্যক্তিদের বেশিরভাগই অবৈধ উপায়ে রোমানিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে শেঙেন জোনে প্রবেশের চেষ্টা করে পুলিশের হাতে আটক হন। এছাড়াও অনিয়মিত উপায়ে দেশটিতে অবস্থান ও কাজে নিয়োজিতদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান থেকেও অনেককে আটক করা হয়। তাদের একটি অংশকে স্বেচ্ছায় ১৫ দিনের মধ্যে দেশ ত্যাগের নোটিশ দেয়া হয়েছিল। এই আইনি নোটিশ না মানায় সংশ্লিষ্টদের জোরপূর্বক তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ফেরত পাঠানোদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭৯ জন বাংলাদেশের। এছাড়া পাকিস্তানের রয়েছেন ৩৭ জন। বাকিরা অন্যান্য দেশের নাগরিক বলে জানিয়েছে জেনারেল ইনস্পেক্টরেট ফর ইমিগ্রেশন (আইজিআই)।

এই কার্যক্রম কয়েক ধাপে সম্পন্ন হয় বলে জানিয়েছে বুখারেস্ট কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে গত মাসের ২২ এপ্রিল অভিবাসন কেন্দ্রে আটক থাকা ২১ জন বিদেশি নাগরিককে একটি বিশেষ চার্টার বিমানে ফেরত পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে ১৪ জন বাংলাদেশি, ছয় জন পাকিস্তানি এবং একজন তুরস্কের নাগরিক ছিলেন। তাদের বয়স ২১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। এর মধ্যে ১৯ জন বেআইনি উপায়ে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েন।

যেসব অভিবাসীদের কাছে আটকের সময় কোনো পাসপোর্ট বা নথি পাওয়া যায়নি তাদের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক মিশন বা কনস্যুলার অফিসের সহায়তায় বিশেষ অনুমতি পত্র নিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

টুকরো খবর

রাশিয়াকে অস্ত্র দিচ্ছে সাউথ আফ্রিকা!

সাউথ আফ্রিকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ সম্প্রতি সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছে অ্যামেরিকা। তদন্তের আশ্বাস সাউথ আফ্রিকার। গত ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার পতাকা লাগানো একটি জাহাজ সাউথ আফ্রিকার বন্দরে এসে দাঁড়ায়। তাতে অস্ত্র মজুত করে দেয় সাউথ আফ্রিকা। এরপর জাহাজটি রাশিয়ার দিকে রওনা হয়। এমনই অভিযোগ করেছে অ্যামেরিকা। ওয়াশিংটনে সাউথ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এবিষয়ে জানতে চেয়েছে অ্যামেরিকা। সাউথ আফ্রিকা এখনো এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে সাউথ আফ্রিকা কোনো পক্ষ নেয়নি। বরং তারা মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়েছে। কোনো পক্ষকেই ভোট দেয়নি। কিন্তু তারা গোপনে রাশিয়াকে সমর্থন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এবং সে কারণেই সম্পূর্ণ গোপনে তারা রাশিয়াকে অস্ত্র দিয়েছে বলে অ্যামেরিকার অভিযোগ। অ্যামেরিকার দাবি, গত ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে সাউথ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় নৌঘাঁটি সাইমন টাউনে রাশিয়ার পতাকা লাগানো একটি জাহাজ এসে দাঁড়ায়। অথচ জাহাজটির সেখানে দাঁড়ানোর কথা নয়। কারণ, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সাউথ আফ্রিকা ট্রাকে করে অস্ত্র নিয়ে গিয়ে ওই জাহাজে ভর্তি করেছে বলে অ্যামেরিকা নিশ্চিত। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কাউন্টার অফেনসিভ বা পাল্টা আক্রমণের পথে এখনই যাচ্ছে না ইউক্রেনের সেনা। তবে তার প্রস্তুতি চলছে। ইউক্রেনের যত জমি রাশিয়া দখল করে রেখেছে, তার পুরোটাই পুনর্দখল করা হবে বলে এদিন জানিয়েছেন জেলেনস্কি। কিন্তু এখনই পাল্টা আক্রমণে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তার অভিমত। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, আরো বেশ কিছু অস্ত্র প্রয়োজন, আর্মার্ড ভেহিক্যাল প্রয়োজন। সেগুলি ছাড়া পাল্টা আক্রমণে গেলে প্রচুর সেনার মৃত্যু হবে, যা কোনোভাবেই মেনে

নেওয়া যায় না। অন্য এক সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবাও একই কথা বলেছেন। তবে কুলেবা জানিয়েছেন, পাল্টা আক্রমণ হবেই। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। এদিকে ইউক্রেনের অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, গত একবছরে পশ্চিমা দেশগুলির থেকে ১৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ মিলেছে। পশ্চিমা দেশগুলি জানিয়েছে, প্রয়োজনে আরো সাহায্য করা হবে ইউক্রেনকে। পাশাপাশি রাশিয়াকে ফের যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন, পাল্টা আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলে জেলেনস্কি কি ক্রাইমিয়াও পুনর্দখলের কথা বলছেন? সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি অবশ্য এই বিষয়টি স্পষ্ট করেননি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
15:05:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

সেন্ট মার্টিনের সব হোটেল এখন আশ্রয়কেন্দ্র, তিল ধারণের জায়গা নেই

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব উপকূলের দিকে ঘূর্ণিঝড় মোখা যত এগিয়ে আসতে শুরু করেছে, কক্সবাজারের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এবং টেকনাফ উপকূলের মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। শনিবার দুপুরের পর থেকেই সেন্ট মার্টিনের বাসিন্দারা বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে উঠতে শুরু করেছেন। সেখানকার বহুতল হাসপাতাল, সাইক্লোন সেন্টার ও গেস্ট হাউজের পাশাপাশি বহুতল রিসোর্টগুলোকেও আশ্রয় কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে। টেকনাফের হালকা, ভঙ্গুর বাড়িঘরগুলোর বাসিন্দাদেরও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া শুরু হয়েছে। এসব এলাকায় প্রায় পাঁচ লাখ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া

হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তবে টেকনাফ ও উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোয় ১২ লাখের বেশি মানুষকে আপাতত ক্যাম্পেই রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রবিবার বিকাল নাগাদ অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় মোখা বাংলাদেশের টেকনাফ উপকূল দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় এগিয়ে আসার সাথে সাথে দ্বীপের বিভিন্ন বহুতল ভবনে আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সেন্টমার্টিন দ্বীপের বাসিন্দারা।

তুরস্কের নির্বাচনে নির্ধারিত হচ্ছে এরদোয়ানের ভবিষ্যৎ

তুরস্ক (এজেন্সী) ঃ তুরস্কের জনগণ দেশটির আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক নির্বাচনে ভোট দিতে শুরু করেছেন যাতে নির্ধারিত হবে বিশ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের ভবিষ্যৎ।

নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কেমাল কুলুচদারুলু , যিনি নির্বাচিত হলে প্রেসিডেন্টের হাতে মি. এরদোয়ান যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন, তা বাতিল করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ২০১৬ সালে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের পর রেচেপ তাইয়িপ এরদোয়ান প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাহী ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করেন।

মি. কুলুচদারুলু এক বৃহত্তর বিরোধী জোটের প্রার্থী এবং তাঁর নির্বাচনে জেতার সত্যিকারের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন অনেকে।

কিন্তু এই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতটাই তীব্র এবং এর ওপর তুরস্কের এত কিছু নির্ভর করছে যে, প্রার্থীরা একেবারে শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে গেছেন।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান নির্বাচনী বিধির পরোয়া না করে শনিবার সন্ধ্যায় ইস্তাম্বুলে একটি মসজিদে নামাজ পড়তে আসা লোকজনের সামনে বক্তৃতা দিয়েছেন।

আজকের নির্বাচনে জিততে হলে একজন প্রার্থীকে মোট প্রদত্ত ভোটের অন্তত ৫০ শতাংশ পেতে হবে। নতুবা দুই সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় দফা ভোট নেয়া হবে।

তুরস্কের স্থানীয় সময় সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভোট কেন্দ্র গুলোর সামনে ভোটাররা লাইন দিয়েছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

তুরস্কের ভোটাররা এমন এক সময়ে এই নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন যখন তাদের কঠিন অর্থনৈতিক অবস্থার মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

দেশটিতে মূল্যস্ফীতি এখন লাগামছাড়া। সরকারি হিসেবেই মূল্যস্ফীতির হার ৪৪ শতাংশ। কিন্তু অনেক মানুষের ধারণা এটি আসলে অনেক বেশি হবে। অন্যদিকে তুরস্কের ১১ টি প্রদেশ সম্প্রতি দুই দফা ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। এই ভূমিকম্পে ৫০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে। আংকারার ভোটার বুরাক ওনডার তার চশমার দোকানে বসে বলছিলেন, লোকজন এখন চশমা কেনা মনে হচ্ছে বাদই দিয়েছে। লোকে এখন আর এখন চশমার দাম কমানোর জন্য দরদাম পর্যন্ত করে না, তাদের চশমা কেনারই অর্থ নেই। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান অর্থনীতির প্রথাগত নিয়ম ভেঙ্গে যেভাবে সুদের হার কমিয়েছেন, তার ফলে তুরস্কে মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে গেছে। অথচ ঐ একই সময়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সুদের হার বাড়ানো হচ্ছিল। বুরাক ওনডারের চশমার দোকানের একই রাস্তায় রাহিমার দোকান। জিনিস পত্রের গায়ে একটা দামের ওপর আরেকটা দাম সেঁটে দিচ্ছেন তিনি, কারণ দাম বাড়ছে প্রতিদিন।

লোকজন দোকানে এসে জিজ্ঞেস করে, কেন প্রতিদিন দাম বাড়ছে, এরপর তারা কিছু না কিনেই চলে যায়, বলছিলেন তিনি। রাহিমার ১৯ বছর বয়সী কন্যা সুদেনার তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। স্পোর্টস সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনা করতে চান তিনি, কিন্তু এই স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা, সেটা নিয়ে চিন্তায় আছেন তিনি। নির্বাচনে তার মতো প্রথমবার ভোট দেবেন যে ৫০ লাখ ভোটার, তারাই এবারের নির্বাচনের ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখবেন বলে মনে করা হচ্ছে। আজ স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে, যদিও জার্মানি, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে থাকেন যে প্রায় ১৭ লাখ প্রবাসী তুর্কী ভোটার, তারা এরই মধ্যে ভোট দিয়ে ফেলেছেন। সেখানে ভোট দানের হার ছিল ৫৩ শতাংশ।

তুরস্কের শহরগুলো এখন প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর রঙিন পতাকা আর শ্লোগানে ছেয়ে আছে। ভোটের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে উত্তেজনাও বেড়েছে।

বিরোধী দলগুলো প্রায় ১ লাখ ৯২ হাজার ব্যালট বাক্সের ভোট গণনা তদারকি করতে তাদের স্বেচ্ছাসেবক পাঠাচ্ছে, যাতে সেখানে কোন জালিয়াতি হতে না পারে।

চার প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর একজন, মুহাররিম ইন্স ভোটের তিন দিন আগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, তার চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এত দেরিতে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় তার নাম ব্যালট পেপারে থেকে যাচ্ছে।

শনিবার ভোটের প্রচারের একেবারে শেষ সময়ে মি. কুলুচদারুলু আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কেমাল আতাতুর্কের সমাধি পরিদর্শন করেন এবং সেখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তার নির্বাচনী প্রচারণা শেষ করেন ইস্তাম্বুলের হাগিয়া সোফিয়া মসজিদে সন্ধ্যায় নামাজে যোগ দিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি মসজিদে নামাজ পড়তে আসা লোকজনকে বলেন, তুরস্কে যা ঘটছে, তার দিকে মুসলিম বিশ্ব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

মি. এরদোয়ান তার নির্বাচনী প্রচার শেষ করার জন্য যেভাবে মসজিদকে বেছে নিলেন এবং সেখানে একটি রাজনৈতিক বক্তৃতা দিলেন, তা খুবই বিতর্কিত, তবে একই সঙ্গে তার সমর্থকদের কাছে এর বিরাট প্রতীকি তাৎপর্য আছে।

হাগিয়া সোফিয়া তৈরি করা হয়েছিল একটি অর্থোডক্স খ্রীস্টান ক্যাথিড্রাল হিসেবে। কিন্তু অটোমান যুগে এটিকে মসজিদ বানানো হয়। কামাল আতাতুর্ক এরপর এটিকে একটি যাদুঘরে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা এই সিদ্ধান্ত বদলে দিয়ে ২০২০ সালে আবার হাগিয়া সোফিয়াকে মসজিদ বানান।

মি. এরদোয়ান তার নির্বাচনী প্রচারণা শেষ করেছেন ইস্তাম্বুলে হাগিয়া সোফিয়া মসজিদে নামাজে যোগ দিয়ে।

আজকের ভোটে তুরস্কের মানুষ ছয়শো এমপি নির্বাচনের জন্যও ভোট দেবেন। যদিও প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান পার্লামেন্টের ক্ষমতা খর্ব করে প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা অনেক বাড়িয়েছেন, তারপরও নতুন আইন প্রণয়নে পার্লামেন্ট এখনো মুখ্য ভূমিকা রাখে।

তুরস্কের নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়ম অনুযায়ী কোন দলকে পার্লামেন্টে আসন পেতে হলে অন্তত ৭ শতাংশ ভোট পেতে হয়। তাই রাজনৈতিক দলগুলো আসন পাওয়া নিশ্চিত করতে নির্বাচনী জোট বাঁধে।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের একে পার্টি, যেটির সঙ্গে ইসলামপন্থীদের সম্পর্ক আছে, তারা পিপলস এলায়েন্স জোটের অংশ। এই জোটে আরও আছে কট্টর জাতীয়তাবাদী এমএইচপি এবং অন্য দুটি দল। অন্যদিকে মি. কুলুচদারুলুর মধ্য বামপন্থী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি জোট বেঁধেছে ন্যাশনালিস্ট গুড পার্টি এবং অন্য চারটি ছোট দলের সঙ্গে।

কুর্দীপন্থী দল এইচডিপি হচ্ছে তুরস্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল, তারা আরেকটি জোটের অংশ। তারা প্রচারণা চালাচ্ছে গ্রীন লেফট জোটের ব্যানারে।

মোখায় মিয়ানমারে বিমানবন্দরে ভবন ধস, মোবাইল টাওয়ার বিধ্বস্ত, সিতওয়েতে হাঁটু জল

রাখাইন (এজেন্সী) ঃ অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাবে মিয়ানমারের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। দেশটির সেনাবহিনীর প্রকাশ করা ছবিতে দেখা গেছে রাখাইন রাজ্যের থানদউয়ে বিমানবন্দরে একটি ভবন ধসে পড়েছে। সেখানকার বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার ভেঙ্গে পড়েছে।

এছাড়া প্রবল ঝড়বৃষ্টির সাথে বাড়তে শুরু করেছে পানির প্রবাহ, ইতোমধ্যে সিতওয়েতে হাঁটু পানি জমে গেছে। বাসিন্দারা জরুরি সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছেন কর্তৃপক্ষের দেয়া বিভিন্ন নম্বরে।

মিয়ানমারে বিবিসির সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন, দুপুর ১২টার পর থেকেই বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া বাড়তে শুরু করে।

এর প্রভাবে বিভিন্ন জায়গায় বসতবাড়ি বিশেষ করে টিনের বাড়িঘর এবং অস্থায়ী আবাস ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। অনেক বাড়ির টিনের চাল উড়ে গেছে ঝড়ে।

সিতওয়েতে মোবাইল টাওয়ার ভেঙ্গে পড়েছে ঝড়ে।

এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় সকাল থেকে বিদ্যুৎ নেই দেশটিতে, ওয়াইফাই সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইন্টারনেট সংযোগের জন্য এখন শুধু মোবাইল ডাটাই কাজ করছে মিয়ানমারে।

মিয়ানমারের আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার বিকেলে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র সিতওয়ে উপকূল অতিক্রম করে যাবে এবং ঝড়ের প্রভাব ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

এর আগে দুপুরে দেশটির আবহাওয়া পূর্বাভাসে মোখাকে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসাবে বাদামী বা 'ব্রাউন' সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দেশটির আবহাওয়া দফতর বলছে, ঘূর্ণিঝড়টির গতিবেগ ঘণ্টায় ১৩৭ মাইলের মতো।

রবিবার সকালে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়টি রাখাইন উপকূলে আঘাত হানে, সকাল থেকেই সেখানে দমকা হাওয়াসহ থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

এই রাজ্যের ৭টি শহরকে ইতোমধ্যে বিপদজনক 'লাল' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১২০ মাইল রেকর্ড করা হয়েছে।

রাখাইন রাজ্যের রাসায়ে পর্বতের একজন বাসিন্দা সকালে বিবিসিকে বলেন, পুরো রাসায়ে পর্বতের প্রায় ৫০ হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তারা সবাই শহরে চলে গেছেন। গ্রামে বৃষ্টি তেমন নেই। তবে অনেক বাতাস বইছে।

এছাড়া সিতওয়ে শহরে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বয়ে যেতে শুরু হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রবল বাতাসে পুরনো গাছ মাটিতে আছড়ে পড়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাঠের ঘরবাড়ি।

সিতওয়ের একজন বাসিন্দা বিবিসিকে বলেছেন, হাঁটতে গিয়ে মনে হচ্ছে বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এরমধ্যে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সিতওয়ের বিভিন্ন এলাকা। প্রবল বাতাসে টেলিকম টাওয়ার ধসে পড়তে দেখা যায়।

এতে সিতওয়ের ইন্টারনেট সংযোগ ও টেলিফোন লাইন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রাস্তাঘাটে কোন মানুষজন নেই। হাতে গোনা কয়েকটি কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মীদের লাইফ ভেস্ট পরে মোটর সাইকেল চালাতে দেখা গিয়েছে।

দেশটির দুর্যোগপ্রবন এলাকাগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ আশেপাশের শহরে আশ্রয় নিয়েছে। সকাল থেকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মিয়াকু শহরে টহল দিচ্ছে সামরিক বাহিনী।

সকালে দেশটির আবহাওয়া অফিস জানায়, ঘূর্ণিঝড়টি রাখাইন উপকূল থেকে উত্তর পূর্বের চিন রাজ্য, ম্যাগওয়ে ও সাগাইং এবং কাচিন পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

এ সময় সাগাইং, মান্দালে, ইরাবতি এবং চিন রাজ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৭০ থেকে ৯০ মাইল এবং নেপিদো, বোগো, ইয়াঙ্গুন এবং কাচিন শান এবং কায়াহ অঞ্চলে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ মাইল হতে পারে।

এদিকে, মোখায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার কথা জানিয়েছে মিয়ানমারে কর্তব্যরত জাতিসংঘ।

ইতোমধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিচু এলাকাগুলো থেকে স্থানীয়দের সরিয়ে নেওয়ার হয়েছে।

এই এলাকার অন্তত ৬০ লাখ মানুষ আগে থেকেই দারিদ্র্য ও সংঘাত সহিংসতার কারণে মানবিক সহায়তার ওপর টিকে আছে।

ফলে এই মানুষগুলোর ওপর ঘূর্ণিঝড় মোখা মরার ওপর খাড়ার ঘা এর মতো দেখা দিতে পারে আশংকা করা হচ্ছে।

সংস্থাটির আশঙ্কা ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিধস এবং বন্যা দেখা দিতে পারে। তবে জরুরি ত্রাণের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো জরুরি তহবিলের প্রযোজন বলে জানিয়েছে।

গাজায় ইসরায়েলি আক্রমণে একের পর এক ইসলামিক জিহাদ নেতা নিহত

গাজা ঃ ফিলিস্তিনের গাজা এলাকায় ইসরায়েলের এক বিমান হামলায় ইসলামিক জিহাদের আরেকজন উর্ধ্বতন নেতা নিহত হয়েছেন। এ দু'পক্ষের লড়াই এখন আরো তীব্র আকার নিচ্ছে।

নিহত আইয়াদ আল হাসানি হচ্ছেন ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের (পিআইজে) ষষ্ঠ সিনিয়র নেতা ¯ যারা গত কয়েকদিনে ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন।

ইসরায়েল বলছে, গত মঙ্গলবার মি. আল হাসানির পূর্বসূরী নেতা নিহত হবার পর থেকে তিনিই এ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন।

বিভিন্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, মি. আল হাসানি পিআইজের সশস্ত্র শাখার উপ প্রধান ছিলেন এবং এ লড়াইয়ে ইসরায়েল যাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্য বানিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উর্ধ্বতন নেতা।

মঙ্গলবার নিহত পিআইজে নেতা খলিল আল বাহতিনির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনি। ইসরায়েলের একজন কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, পিআইজের সিনিয়র নেতাদের ওপর আক্রমণের মধ্যে দিয়ে তারা হামাসকেও সতর্ক করে দিচ্ছেন, যারা গাজা নিয়ন্ত্রণকারী হলেও এখন পর্যন্ত এ সংঘাতে জড়ায়নি বলে মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার চালানো ওই হামলায় আরো এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে, আর তার আগে গাজা থেকে ইসরায়েলের ভেতরে অনেকগুলো রকেট ছোড়া হয় ¯ যার কয়েকটি জেরুসালেমে কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

গত মঙ্গলবার ভোররাত থেকে ইসরায়েল গাজার ওপর একের পর এক বিমান হামলা চালাতে শুরু করে।

এতে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে তিন জন ইসলামিক জিহাদ সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতা বলে জানা গেছে, তবে নিহতদের প্রায় অর্ধেকই বেসামরিক ফিলিস্তিনি। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, এসব বিমান হামলায় ১৪৭ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলের একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস জানাচ্ছে, ফিলিস্তিনি রকেট হামলায় একজন ইসরায়েলি বেসামরিক লোক নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছে। শুক্রবারের ইসরায়েলি বিমান হামলার আগের ১২ ঘন্টা পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত শান্তই ছিল। ইসলামিক জিহাদ বলেছে ¯ জেরুসালেম লক্ষ্য করে রকেট হামলা একটি বার্তা, এবং এর লক্ষ্য সবারই বুঝে নেয়া উচিৎ।

ইসরায়েল বলছে তারা গাজায় পিআইজের ২৫৪টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে, আর ফিলিস্তিনিরা গাজা থেকে ইসরায়েলের দিকে কমপক্ষে ৯৭৩টি রকেট ও মর্টার নিক্ষেপ করেছে।

এসব ঘটনার পর খুব শিগগীরই কোন যুদ্ধবিরতি হবে এমন সম্ভাবনা কম বলে বিবিসির সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন ¯ যদিও এ লক্ষ্যে মিশরে আলোচনা চলছে।

মিশরে চলমান যুদ্ধবিরতির আলোচনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা বিবিসিকে জানিয়েছেন, মিশরীয় কর্মকর্তারা শনিবার সন্ধ্যায় যুদ্ধবিরতির একটি নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, যা এখন বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যও কায়রো অপেক্ষা করছে।